

বাংলায় ২১ জুন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ রাজ্যে ২১ জুন পর্যন্ত মোতায়েন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ভোট পরবর্তী হিংসার মামলার শুনানিতে বুধবার এই নির্দেশ জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও আইনজীবী প্রিয়ান্বিতা চট্টোপাধ্যায়ের আদালতে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল, বিরোধী দলের বহু কর্মী-সমর্থকরা হিংসার শিকার হচ্ছেন। অনেকে বাড়ি ছাড়া হয়েছেন। এমন অবস্থায় যাতে এখনই রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রত্যাহার না করা হয়, সেই আর্জি জানিয়েছিলেন তাঁরা। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিরশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। ওই মামলার শুনানি চলাকালীনই এই নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি হিরশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ। উল্লেখ্য, এর আগে কমিশনের



তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ১৯ জুন পর্যন্ত বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখা হবে। তারপর পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলেছিল নির্বাচন কমিশন। তবে আজ ভোট পরবর্তী হিংসা সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে ২১ জুন পর্যন্ত রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। পাশাপাশি বিচারপতি হিরশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে আগামী ১৪ জুন আদালতে হলফনামা আকারে একটি রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য। রাজ্যের তরফে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা সেই রিপোর্টে উল্লেখ রাখতে বলা হয়েছে। আগামী ১৮ জুন এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

‘কাকু’র কণ্ঠস্বরের পর এ বার ইডির ‘নজর’ বালুর হস্তাক্ষরে!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ হাসপাতাল থেকে পাওয়া জ্যোতিষীয় মঞ্জিকের (মিনি রাজনৈতিক মহলে বালু নামে সমধিক পরিচিত) সেই চিঠির হাতের লেখা পরীক্ষা করাতে চাইল ইডি। হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহের জন্য এ বার আদালতেরে বারমুহু হল কেন্দ্রীয় সংস্থাটি। ইডি অভিযোগ করেছিল, এমএসকেএম হাসপাতালে বালু চিকিৎসারীন থাকাকালীন শাহজাহান, শঙ্কর অচ্যের নাম লেখা একটি চিঠি মেঝেতে দেওয়া চেষ্টা করছিলেন। তাতে টাকা দেওয়া-নেওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশ ছিল বলে ‘খবর’। চিঠির ভিত্তিতেই শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশিতে যায় ইডি। গ্রেফতার করা হয় শঙ্কর আচ্যকে। চিঠি উদ্ধারের পরে বালুর বয়ান নেওয়া হয়েছিল বলে ইডি সূত্রে খবর। এ বার বাংলা ও ইংরেজি নিশিয়ে লেখা সেই চিঠির ফরেনসিক পরীক্ষা করাতে উদ্যোগী ইডির তদন্তকারীরা। প্রসঙ্গত, এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে সূর্যকৃষ্ণ ভদ্র ওরফে ‘কালীঘাটের কাকু’র কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করেছিল ইডি। ইডির একটি সূত্র জানাচ্ছে, গত ১৯ ডিসেম্বর তাদের জেরায় বালু চিঠি লেখার বিষয়টি স্বীকার করে নেন। পরে মত বদল করে চিঠি লেখার বিষয়টি অস্বীকার করতে পারেন রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় ধৃত বালু, সে ভাবনাও রয়েছে ইডির তদন্তকারীদের মাথায়। তাই তথ্যপ্রমাণ হাতে রাখতে চান তাঁরা। এ ছাড়াও ওই চিঠির সূত্র ধরে যে হেতু শাহজাহান এবং শঙ্করের বাড়িতে অভিযান হয়েছিল, তাই মামলা আরও পোক্ত করতে যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ হাতে রাখতে চাইছে ইডি। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবেই বালুর হাতের লেখা পরীক্ষা করার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। সে ক্ষেত্রে হয়তো ধৃত দুইটির অন্য কোনও লেখার সঙ্গে চিঠির লেখাটি মিলিয়ে দেখা হবে। তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান ও হুগলি জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ সকালে স্কুল চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

রাজ্যের কৃষকদের জন্য বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

৩ হাজার কোটি দিচ্ছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ রাজ্যের কৃষকদের জন্য সুখবর। রবি মরশুমে রাজ্যের বহু কৃষককে ফসল নষ্টের কারণে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাদের আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি, আসন্ন খরিফ মরশুমের জন্য রাজ্যের ১ কোটি ৫ লাখ কৃষক ও বর্গাদারকেও আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ‘বাংলা শস্য বাীমা’র আওতায় সারা রাজ্যের ২ লাখ ১০ হাজার কৃষককে সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই খাতে রাজ্যের খরচ হতে চলেছে মোট ২৯৬ কোটি টাকা। পাশাপাশি, কৃষকবন্ধু (নতুন) প্রকল্পে রাজ্যভূম্ডে কৃষক ও বর্গাদারদের প্রতি বছর খরিফ ও রবি মরশুমে চারের সুবিধার জন্য যে সহায়তা প্রদান করা হয়, তারই অর্ধ হিসেবে আসন্ন খরিফ মরশুমের জন্য রাজ্যের ১ কোটি ৫ লাখ কৃষক ও বর্গাদারকে সহায়তা প্রদান শুরু করা হল। তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আর্থিক সাহায্য পাঠানো হবে। যার জন্য রাজ্য খরচ করছে ২ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমি সবকিছু মনে করি, আমাদের কৃষকরা আমাদের সম্পদ, আমাদের গর্ব। আমাদের সরকার আগামীদিনেও এভাবেই তাঁদের সার্বিক



আনুপাতিক হারে (ন্যূনতম ৪ হাজার টাকা) সহায়তা পান। ২০১৯ সালে চালু হওয়ার পর থেকে এই প্রকল্পে মোট ১৮ হাজার ২৬৪ কোটি টাকা কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এর পাশাপাশি, ১৮ বছর থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কোনও

কৃষক মারা গেলে তাঁর পরিবারকে সামাজিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ২ লাখ টাকা সহায়তাও দেওয়া হয়। এই খাতেও বাংলার প্রায় ১ লাখ ১২ হাজার কৃষক পরিবার মোট ২ হাজার ২৪০ কোটি টাকা সহায়তা



পেয়েছেন। অন্যদিকে আগামিকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার শিল্প নিগমের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন তিনি। থাকবেন বণিক সভার সমসারাও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাখির চোখ বিশ্ববন্দ বাণিজ্য সম্মেলন। তা নিয়েই হবে আলোচনা। তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার পর

থেকেই রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগ টানতে উদ্যোগী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিনিয়োগ টানতে বিদেশ সফরও করেছেন তিনি। প্রতিবছর নিয়ম করে রাজ্যে শিল্প সম্মেলন করা হয়। সামনেই সেই বিশ্ববন্দ বাণিজ্য সম্মেলন। নবাব সুলতানের খবর, চলতি বছরের নভেম্বরের শিল্প সম্মেলন। মনে করা হচ্ছে, এখন থেকেই তার প্রস্তুতি শুরু করে দিতে চায় রাজ্য। সুলতানের দাবি, সেখানকার প্রস্তুতিসহ একাধিক ঝুঁটিনাটি নিয়ে বৃহস্পতিবারের বৈঠকে আলোচনা করতে চান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি গতবারের সম্মেলনে যে সমস্ত বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছিল সেই কাজ কতদূর এগিয়েছে, তাও খতিয়ে দেখা হবে বৈঠকে। সুলতানের খবর, অনেক শিল্পপতি রাজ্যে বিনিয়োগের সময় কিছু বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী খবর পেয়েছেন। তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবদের সঙ্গে কথা বলবেন মমতা। প্রসঙ্গত, বিদেশ থেকে লগ্নি প্রস্তাবের পাশাপাশি ঘরের ছেলেকে ঘরে ফেরানোর মোক্ষম কাজটাও স্পেন সফরেই সেত্রেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পিসিএম গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের সিএমডি কমল মিশ্রল মুখ্যমন্ত্রীর ডাকেই সাড়া দিয়ে প্রথম পর্বে বাংলায় ২৫০ কোটি টাকার লগ্নি কথা ঘোষণা করেছিলেন। এবারে শিল্প সম্মেলনে কী চমক থাকে সেদিকে নজর থাকবে।

লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের ৭ কোটি বাজেয়াপ্ত

বিচারপতি সিনহার একের পর এক কড়া প্রশ্নের মুখে পড়তে হল ইডি’কে



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ প্রাথমিক নিয়োগ মামলায় ইডি আধিকারিকদের একাংশের ভূমিকা নিয়ে এবার সরাসরি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তিনি মন্তব্য করেন, আমি জানতে পেরেছি, ইডির কয়েকজন অফিসারের কাছে অনীহা আছে। ইডি-র আইনজীবীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, “তাঁদের সতর্ক হতে বলুন। ভুলে যাবেন না, আদালতের নজদারবর্তিতে তদন্ত চলছে।” এ কথা যে এমন বলছেন না সেটাও বুঝিয়ে দেন বিচারপতি সিনহা। আদালত কক্ষে তিনি বলেন, “সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বলছি।” এরপরই বিচারপতি ইডি অফিসারদের কাছে জ্ঞাপতে চান নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় প্রশ্ন করেন, সবাইকে

জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কি না। যদি না করা হয়, তবে কেন করা হয়নি? এই প্রশ্নও করেন বিচারপতি। জানতে চান জিজ্ঞাসাবাদে কোনও বাধা আছে কি না। বুধবার আদালতে জানানো হয়, এখনও পর্যন্ত ইডি ১৪৮ কোটি টাকার সম্পত্তি এবং সিবিআই ১৩ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। লিপস আন্ড বাউন্ডস সংস্থার মোট সাড়ে ৭ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। বিচারপতি জানান, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার কথা তাঁর জানা আছে। তবে তিনি প্রশ্ন করেন, “ওই সম্পত্তির টাকার উৎস কী? সেটা কি জেনেছেন?” এই প্রশ্নের উত্তরে ইডি জানায়, তদন্তের ওই অংশ সিবিআই খেঁচছে। এরপর সিবিআই-এর আইনজীবী সিল করা খামে রিপোর্ট জমা দেয় আদালত। সিবিআই জানিয়েছে, একজনের হদিশ পাওয়া গিয়েছে যে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা ভুলেছে, তবে অন্য একজনের হয়ে টাকা তোলা হয়েছে। অন্যদিকে, সূর্যকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষার ফল কী হল, তা নিয়ে কী অগ্রগতি হয়েছে, সেই প্রশ্নও করেন বিচারপতি। রাজ্যের রিপোর্ট এখনও না আসায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি সিনহা। আগামী ৩০ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

গরমের ছুটি শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ফের বড় সিদ্ধান্ত রাজ্যের



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ কোথাও তাগপ্রবাহ, কোথাও চরম অর্ধতার জেরে বাড়ি থেকে বেরনোরই দুশ্বর হয়ে উঠেছে। তাই গরমের ছুটির পর স্কুল খুললেও যোগ দিতে পারছে না বহু শিশু। কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় এই ছবি দেখা গিয়েছে। রাজ্য জুড়ে স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি শেষ হয় গত ৯ জুন। ১০ তারিখ অর্থাৎ সোমবার থেকে স্কুলগুলিতে পঠন পঠন শুরু হয়েছে। কিন্তু তাপমাত্রা ও আবহাওয়ার পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আবারও নতুন সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। আজ, বুধবার সব স্কুলগুলিতে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। ম্যা নির্দেশিকা বলা হয়েছে, জুন মাসের বাকি দিনগুলিতে চাইলে স্কুলের সময় সূচী পরিবর্তন করতে পারবে স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাগপ্রবাহের জন্য স্কুলগুলিকে সময় বদলের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে শিক্ষা দফতরের তরফে। আঞ্চলিক অন্তরিক্ত গরমে স্কুলমুখী হচ্ছে না পড়ুয়া। অনেক স্কুল সরকারি কোনও নির্দেশিকা পাওয়ার আগেই সকালবেলা স্কুল চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। এছাড়া কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরা অনেক স্কুলে এখনও থাকায় ক্লাস চালু করা যাচ্ছিল না। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে রাখার জন্য কেন কোনও বিকল্প জায়গা নেই? তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান ও হুগলি জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ সকালে স্কুল চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ কোথাও তাগপ্রবাহ, কোথাও চরম অর্ধতার জেরে বাড়ি থেকে বেরনোরই দুশ্বর হয়ে উঠেছে। তাই গরমের ছুটির পর স্কুল খুললেও যোগ দিতে পারছে না বহু শিশু। কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় এই ছবি দেখা গিয়েছে। রাজ্য জুড়ে স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি শেষ হয় গত ৯ জুন। ১০ তারিখ অর্থাৎ সোমবার থেকে স্কুলগুলিতে পঠন পঠন শুরু হয়েছে। কিন্তু তাপমাত্রা ও আবহাওয়ার পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আবারও নতুন সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। আজ, বুধবার সব স্কুলগুলিতে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। ম্যা নির্দেশিকা বলা হয়েছে, জুন মাসের বাকি দিনগুলিতে চাইলে স্কুলের সময় সূচী পরিবর্তন করতে পারবে স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাগপ্রবাহের জন্য স্কুলগুলিকে সময় বদলের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে শিক্ষা দফতরের তরফে। আঞ্চলিক অন্তরিক্ত গরমে স্কুলমুখী হচ্ছে না পড়ুয়া। অনেক স্কুল সরকারি কোনও নির্দেশিকা পাওয়ার আগেই সকালবেলা স্কুল চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। এছাড়া কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরা অনেক স্কুলে এখনও থাকায় ক্লাস চালু করা যাচ্ছিল না। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে রাখার জন্য কেন কোনও বিকল্প জায়গা নেই? তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান ও হুগলি জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ সকালে স্কুল চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

রাজ্যে ৪ বছরের শিশুর শরীরে বার্ড ফ্লু-র এইচ৯এন২ ভাইরাস!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ বাংলায় কি এবার নতুন আন্দে? পরপর দুটি বার্ড ফ্লু সংক্রমণের খবর সামনে আসার পর এখনই প্রশ্ন উঠছে। আড়াই বছরের এক শিশুর আক্রান্ত হওয়ার খবরের পর এবার চার বছরের আরও এক শিশুর আক্রান্ত হওয়ার খবর সামনে আসছে। উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা ও চার বছরের শিশুর দীর্ঘ চিকিৎসা হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, আপাতত সুস্থ আছে দুই শিশুই। তবে কীভাবে ছড়াল সংক্রমণ, তা বুঝতে পারছেন না বিশেষজ্ঞরা। তবে সতর্ক থাকার কথা বলা হচ্ছে। প্রয়োজনে

তিন মাস ধরে হাসপাতালে চলল চিকিৎসা



পশ্চিমবঙ্গে মিলল এই প্রথম। এর আগে চিনে, মহারাষ্ট্রে বার্ড ফ্লু এই গোত্রের ভাইরাসের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। ওই শিশুর ডাকসহ বলতে ছিল প্রবল জ্বর, তলপেটে ব্যথা, শ্বাসসঙ্কট ইত্যাদি। ২৬ জানুয়ারি থেকে জ্বর ছিল তার। গত ১ ফেব্রুয়ারি তাকে তিন মাস হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়। ডিআরডিএল ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা করানোর পর ইনফ্লুয়েঞ্জা বি এবং অ্যাডিনো ভাইরাস ধরা পড়ে। ৩ মার্চ শিশুকে সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। গত ১ মে শিশুকে অস্ক্রিনেন সাপোর্ট দিয়ে

পড়তে হবে মাস্তুল। জানা গিয়েছে, আড়াই বছরের যে শিশু কলকাতায় এসে বার্ড ফ্লু আক্রান্ত হয়েছিল, তার দেহে এইচ৯এন১ গোত্রের ভাইরাস পাওয়া গিয়েছিল। আর উত্তরবঙ্গের শিশুর দেহে এইচ৯এন২ গোত্রের ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। দু ধরনের ভাইরাসের ক্ষেত্রেই উপসর্গ একই। জানা গিয়েছে, চার বছরের ওই শিশু প্রায় তিন মাস ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। আইসিইউ-তে রয়ে চিকিৎসা করতে হয় তাকে। উত্তরবঙ্গের ঘটনায় নমুনা সংগ্রহ করেছে প্রাগিসম্পদ দফতর। এইচ৯এন২ গোত্রের ভাইরাসের সন্ধান

হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শুভজ্যোতি ভৌমিক জানিয়েছেন, মুরগী বা পাখির সংস্পর্শে এলে এই ভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। তাই মুরগীর সংস্পর্শে এলে মাস্তুল পরার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। কাঁচা মাংস বা ডিমে হাত দিলে ভাল করে হাত ধুতে হবে। জর-সর্দি, নিউমোনিয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে বলেও জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, আড়াই বছরের ওই শিশু কলকাতা থেকে অস্ট্রেলিয়া ফেরার পর জ্বর আক্রান্ত হয়। তার শরীরেও বার্ড ফ্লুর ভাইরাস পাওয়া যায়। পরে খবর আসে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর।

বর্ষা না এলেও ‘খেল’ দেখাবে দক্ষিণের আকাশ!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ ভাঙ্গা গরম, অস্বস্তি যেন কাঁটেই না দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরে বর্ষা ঢুকে গিয়েছে অনেকদিন হল, কিন্তু দক্ষিণে কবে বর্ষার আগমন হবে, তা এখনই স্পষ্টভাবে বলতে পারছেন না আবহাওয়াবিদরা। আগামী ৩-৪ দিনেও দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার আগমনের তেমন কোনও ইঙ্গিত নেই। তবে চলতি সপ্তাহ শেষে কিছুটা স্বস্তির আশা দক্ষিণের জেলাগুলিতে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, শনিবার থেকে বৃষ্টি-বাদলার সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। বিষ্কিও এই ঝড়-বৃষ্টি আপাতত

হাণিতোষণ করে বসে রয়েছে দক্ষিণের জেলাগুলি। গত দু’দিনে দক্ষিণের কোনও না কোনও জেলায় বিষ্কিওভাবে বৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু সেই মেঘ সব জেলায় ঢুকছে না। আবহাওয়াবিদরা মনে করছেন, আজকালও দক্ষিণবঙ্গের কিছু কিছু জায়গায় আধলিক মেঘের প্রভাবে অল্পবিস্তর বৃষ্টি হতে পারে। তবে শনিবার থেকে সেই বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। সপ্তাহান্তে দক্ষিণের জেলাগুলিতে বৃষ্টি-বাদলার সম্ভাবনা থাকলেও, বর্ষার সঙ্গে এর কোনও যোগ নেই। আঞ্চলিক মেঘের কারণেই এই বৃষ্টি। একদিকে যখন দক্ষিণের জেলাগুলি গরমে স্নেহ হচ্ছে, তখন উত্তরবঙ্গের ছবিটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বর্ষা ইতিমধ্যেই ঢুক গিয়েছে সেখানে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে নাগড়ে বৃষ্টি চলছে বর্ষার প্রভাবে। উত্তরবঙ্গের তিন জেলা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও অলিপুরদুয়ারে বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

দিল্লিতে পঙ্গু সরকার, মোদিকে ‘পরমাত্মা’ কটাক্ষ! জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা রাখলেন

ওয়ানড, ১২ জুনঃ দিল্লিতে রয়েছে পঙ্গু সরকার। রবিবার শপথ নেওয়া তৃতীয় নরেন্দ্র মোদি সরকারকে এই ভাষাতেই আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদিকে তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে, কারণ জনগণ তাঁকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে। রাহুল গান্ধি এদিন গিয়েছিলেন ওয়ানডে। নির্বাচনের ফল বেরনোর পরে এটাই তাঁর প্রথম নির্বাচনী এলাকা সফর। রাহুল গান্ধি বলেছেন, তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিরোধী দলের ভূমিকা অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেছেন, “বিরোধী দল দেশের জনগণের জন্য একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করবে, যা হবে গরিবের জন্য এবং সহানুভূতিশীল।” ওয়ানডের জনগণের সমানে রাহুল গান্ধি এদিন নিজের জয়ের দুটি আসনের মধ্যে

একটি ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারেও বলেছেন। রাহুল বলেছেন, কোনও আসন তিনি রাখবেন তা নিয়ে অস্পষ্ট তিনি। প্রসঙ্গত রায়বরলিতে যাওয়ার পরে রাহুল গান্ধি ওয়ানডেও গেলেন। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১ অনুসারে একজন সাংসদ একটি আসনে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। দুটি আসন থেকে নির্বাচিত হলে তাঁকে একটি আসন ছেড়ে দিতে হবে। নির্বাচনের মধ্যে গত মাসে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, তিনি ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সেই বক্তব্য কটাক্ষ করে রাহুল গান্ধি বলেছেন, কোথাকার সদস্য থাকবেন, তা নিয়ে অস্পষ্ট তিনি। তবে তিনি ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত নন। তাঁর কাছে ঈশ্বর দেশের গরিব মানুষ। তাঁর ঈশ্বর ওয়ানডের মানুষ। রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে কটাক্ষ করে



বলেছেন, “তিনি (মোদি) কোনও সিদ্ধান্ত নেন না, সিদ্ধান্ত নেন পরমাত্মা। সেই পরমাত্মাই তাঁকে আদানি ও আদানির পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। পরমাত্মাই কোনও সকালে মোদিকে বলে আদানিকে মুহুই বন্দর দিয়ে দিতে। এক এক

চিকিৎসার কারণে ব্রেক নিচ্ছেন অভিষেক

আপাতত কিছুদিন সাংগঠনিক কাজ থেকে দূরে থাকবেন



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ লোকসভা ভোটের ফল বেরনোর পর থেকেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর বিশেষ দেখা যায়নি। বুধবার দুপুরে তিনি হঠাৎ টুইট করে জানিয়ে দিলেন, চিকিৎসার কারণে আপাতত কদিনের জন্য ব্রেক নিচ্ছেন তিনি। সাংগঠনিক কাজ থেকেও দূরে থাকবেন। চিকিৎসার কারণে এর আগেও কলকাতার বাইরে গিয়েছেন অভিষেক। তাঁর চোখের সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়নি। কখনও হায়দরাবাদ, কখনও সিঙ্গাপুর কখনও বা আমেরিকায় গিয়েছেন অস্ত্রোপচার বা ফলোআপ চিকিৎসার জন্য। তবে এদিন কারণটা পরিষ্কার ভাবে তিনি জানাননি। শুধু বলেছেন, “জরুরি চিকিৎসার জন্য সাংগঠনিক কাজ থেকে স্বল্প সময়ের বিরাম নিচ্ছি।” লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের দিন কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিক বৈঠকে পাশে বসেছিলেন অভিষেক। সেদিন সাংবাদিক বৈঠকে তিনি কোনও কথা বলেননি। যা বলার তা তৃণমূলনেত্রী বলেছেন। তার পর তাঁকে আর বিশেষ দেখা যায়নি। লোকসভা ভোটের পর বিধানসভার চারটি আসনে উপ নির্বাচন হবে। তার মধ্যে

কলকাতার মানিকতলা বিধানসভা আসনটির উপ নির্বাচন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, অনেক বেশি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন মমতা। অভিষেককে সেই ক্ষেত্রে দেখাও যাচ্ছে না। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক। লোকসভা ভোটের সময়ে ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে তিনিই প্রার্থী ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু উপ নির্বাচনের আগে সেই ছবিতে বদল দেখা গেল। অভিষেক তাৎপর্যপূর্ণ ভাবেই এদিন লিখেছেন, গত বছর এরকম সময়ে নবজোয়ার যাত্রায় অংশ নিয়ে সেটা বাংলা ঘুরে দেখার এবং মানুষের সমস্যা বোঝার সুযোগ হয়েছিল। একশ জনের প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়া ও মূল্যবৃদ্ধির কারণে মানুষকে কী ধরনের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সে ব্যাপার সম্যক ধারণা হয়েছিল। তা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। অভিষেকের কথায়, তারই জবাবে প্রতি কেদ্রের বর্ণনা ও সংঘাতের মনোভাব দেখে বাংলার মানুষ হতাশ হয়েছিল বলেই লোকসভা ভোটে এই ফলাফল হয়েছে। এমনকি মামুদে মামুদে ছাড়াও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অভিষেক বুঝিয়ে দিয়েছেন, আবাসের সমস্যা মোটামুটি জমা তাঁর দল অস্বীকারবদ্ধ। সেই সঙ্গে বলেছেন, এ ব্যাপারটা যেন অগ্রাহ্যকার দেওয়া হয় সেজন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন তিনি।

কী লুকোতে ইডির ওপর হামলা হয়েছিল সেদিন, বিস্ফোরক দাবি সিবিআই চার্জশিটে



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ শেখ শাহজাহানের ডেরায় তল্লাশি চালাতে গিয়ে আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসারদের। রক্তাক্ত হয়ে হয়েছিল তাঁদের। আক্রমণের মুখে শাহজাহানের বাড়িতে সেদিন ঢুকতেই পারেনি ইডি। পরে সেই ঘটনার জল গড়ায় অনেক দূর। আপাতত জেলে বন্দি শেখ শাহজাহান। কিন্তু সে দিন ঠিক কী কারণে ইডির ওপর ওইভাবে হামলা হল? চার্জশিটে এ বার সেটা ইডি উল্লেখ করল সিবিআই। গত মাসে

বসিরহাট আদালতে শেখ শাহজাহান সহ সাতজনের বিক্ষোভে যে চার্জশিট পেশ করা হয়েছে, তাতে সিবিআই-এর দাবি, অস্ত্র লুকতেই সে দিন হামলা চালানো হয়েছিল। বেশ কিছু অস্ত্র ও নথি ছিল, যা পুশতে ইডি অফিসারদের এভাবে হামলার মুখে পড়তে হয়েছিল। শেখ শাহজাহানকেই ওই চার্জশিটে মাস্টারমাইন্ড বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অস্ত্র যে সদস্যখালিতে ছিল, তা কার্যত প্রমাণ হয়ে যায় গত নব্বই মাসের। ২৬ এপ্রিল প্রচুর বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল ওই এলাকায়। তৃণমূল পধায়েতে সদস্য হাফিজুল খা-এর আস্ত্রীয় আবৃত্তালেব মোজার তাঁর বাড়ি থেকে বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা উদ্ধার হয়। সে দিন এলাকায় পৌঁছেছিল এনএসআই। পরে ওই সদস্যখালিতেই গোলাম শেখ নামে আর এক ব্যক্তির কাছ থেকেও উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র। সেটা ছিল সদস্যখালির রামপুরের পিপড়োখালি খোয়াটের ঘটনা।

দিল্লিতে পঙ্গু সরকার, মোদিকে ‘পরমাত্মা’ কটাক্ষ! জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা রাখলেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুনঃ দিল্লিতে রয়েছে পঙ্গু সরকার। রবিবার শপথ নেওয়া তৃতীয় নরেন্দ্র মোদি সরকারকে এই ভাষাতেই আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদিকে তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে, কারণ জনগণ তাঁকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে। রাহুল গান্ধি এদিন গিয়েছিলেন ওয়ানডে। নির্বাচনের ফল বেরনোর পরে এটাই তাঁর প্রথম নির্বাচনী এলাকা সফর। রাহুল গান্ধি বলেছেন, তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিরোধী দলের ভূমিকা অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেছেন, “বিরোধী দল দেশের জনগণের জন্য একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করবে, যা হবে গরিবের জন্য এবং সহানুভূতিশীল।” ওয়ানডের জনগণের সমানে রাহুল গান্ধি এদিন নিজের জয়ের দুটি আসনের মধ্যে

একটি ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারেও বলেছেন। রাহুল বলেছেন, কোনও আসন তিনি রাখবেন তা নিয়ে অস্পষ্ট তিনি। প্রসঙ্গত রায়বরলিতে যাওয়ার পরে রাহুল গান্ধি ওয়ানডেও গেলেন। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১ অনুসারে একজন সাংসদ একটি আসনে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। দুটি আসন থেকে নির্বাচিত হলে তাঁকে একটি আসন ছেড়ে দিতে হবে। নির্বাচনের মধ্যে গত মাসে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, তিনি ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সেই বক্তব্য কটাক্ষ করে রাহুল গান্ধি বলেছেন, কোথাকার সদস্য থাকবেন, তা নিয়ে অস্পষ্ট তিনি। তবে তিনি ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত নন। তাঁর কাছে ঈশ্বর দেশের গরিব মানুষ। তাঁর ঈশ্বর ওয়ানডের মানুষ। রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে কটাক্ষ করে

হারদোই দুর্ঘটনায় নিহত ৮, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের

হারদোই, ১২ জুন : ভয়াবহ দুর্ঘটনা উত্তর প্রদেশে। মঙ্গলবার গভীর রাতে ফুটপাথবাসীদের উপর উল্টে পড়ল বালি বোঝাই ট্রাক। চাপা পড়ে মৃত্যু হয় একই পরিবারের ৮ সদস্যের। গুরুতর আহত ওই পরিবারের আরও একজন। এই দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।মঙ্গলবার গভীর রাতে কনৌজের মেহেন্দি ঘাট থেকে হারদোইয়ের দিকে যাচ্ছিল একটি বালি বোঝাই ট্রাক। হারদোইয়ের কাছে এসে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারায় ট্রাকটি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের গাছের উপর উল্টে যায় সেটি। চাপা পড়ে একই পরিবারের ৯ জন সদস্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ট্রাকটি সরিয়ে ৮ জনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে তারা। এদের একজনের অবস্থা সকটজনক।মৃতদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঈর্ষানুবেগি ট্রাক চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্সের সঙ্গে পাঁচ বছরের হোস্ট সম্প্রচার চুক্তি করেছে টাটা কমিউনিকেশন

নয়াদিল্লি, ১২ জুন :৪বুধবার টাটা কমিউনিকেশনস ২০২৫ সাল থেকে ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স সিরিজের ইভেন্টগুলিকে কভার করবে। এ নিয়ে একটি পাঁচ বছরের বিশ্বব্যাপী হোস্ট সম্প্রচার পরিষেবা চুক্তি ঘোষণা করেছেটাটা কমিউনিকেশন ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্সের সাথে যে টাই-আপ করেছে তার মধ্যে ২০২৫-এ আসন্ন বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন থাকবে তেমনি চলতি বছরের ১৬-২১ সেপ্টেম্বর টোকিওতে হতে চলা বিশ্ব

এসটিএফ এবং সামশেরগঞ্জ থানার যৌথ তৎপরতায় জালনোট উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, সূতিঃএসটিএফ এবং সামশেরগঞ্জ থানার যৌথ তৎপরতায় জালনোট উদ্ধার। গত মঙ্গলবার রাতে সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান পুরসভা সংলগ্ন এলাকা থেকে ৯৮ হাজার ৫০০ টাকার জালনোট সহ প্রোগ্রার করা হয়েছে এক যুবককে। পুলিশ জানিয়েছে, খুত ওই যুবকের নাম সানাউল শেখ(২১)। তার বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর এলাকায়। বাজেয়াপ্ত হওয়া টাকা গুলো সব কটিই ৫০০ টাকার নোট বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। রাতেই জালনোট সহ ধৃতকে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসটিএফ। বুধবার ওই যুবককে আদালতে পাঠায় পুলিশ। পাশাপাশি জালনোট কারবারের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে এসটিএফ এবং পুলিশের পক্ষ থেকে।

রায়গঞ্জে লরির সঙ্গে বোলেরোর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ৪

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ রায়গঞ্জে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। লরি ও বোলেরো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মারা গেলেন চার জন। চিকিৎসারীন অন্তত আট জন। তার মধ্যে এক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ বহিঃপাশের বাঙ্গার এলাকায়। জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জের জগদীশপুরের বাসিন্দা বুলারানি সরকার। বছর দুয়েক আগে দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরে বিয়ে হয় তার ময়ের। কিন্তু সেই সম্পর্কে একাধিক সমস্যা ছিল। একাধিকবার নিজেরা মীমাংসা করার চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। পরবর্তীতে সালিসি সভার জন্য পঞ্চায়েত সদস্যকে মেয়ের শশুরবাড়ি নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বুলারানিদেবীর। এদিন রাতে সেই মতো পরিবারের সমস্যা ও পঞ্চায়েত সদস্যকে নিয়ে ইটাহারের উদ্দেশ্যে রওনা হন তাঁরা।রায়গঞ্জ বহিঃপাশের বাঙ্গার এলাকায় আচমকা ঘটে দুর্ঘটনা। ইটাহার থেকে ডালখোলাগামী একটি লরি এসে মুখোমুখি ধাক্কা দেয় বুলারানিদেবীরদের গাড়িতে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ২ জনের। স্থানীয় ও পুলিশের তপরতায় আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। বুধবার সকালে সেখানেই মৃত্যু হয় আরও ২ জনের। মৃতদের নাম প্রশান্ত সরকার, অলোক মণ্ডল, দুলালি সরকার, বুলারানি সরকার। আশঙ্কাজনক রাজকুমার সরকার। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে রাজকুমার-সহ ৮ জনের।

বেআইনি ওভারলোড ট্রাকের টাকা কাঁথিতে চলে যাচ্ছে,মুখ্যমন্ত্রীর সতর্কবার্তা প্রশাসন-বৈঠকে

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ প্রশাসনিক বৈঠক থেকে পুলিশের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে পট্টাপট্টি হুঁশিয়ারিও দিলেন তাঁদের। মুখ্যমন্ত্রীর অসন্তোষের কারণ দুটি। এক, রাতের বেলায় ওভারলোড ট্রাক থেকে টাকা তুলছে পুলিশের একাংশ। একটা কোড ব্যবহার করা হচ্ছে। তার পর সেই টাকা চলে যাচ্ছে কাঁথিতে। নবান্ন সূত্রে খবর রাজ্য পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ওভারলোডেড ট্রাকের থেকে পুলিশ টাকা তুলছে। সেই টাকা সরাসরি চলে যাচ্ছে কাঁথিতে। রাজ্য প্রশাসনের কাছে এই বিষয়ে তথ্য রয়েছে। প্রয়োজনে এই সর্বের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার।গত মঙ্গলবার



প্রশাসনিক বৈঠকে রাজ্য পুলিশের একাংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তিনি আবারও আঙুল তুলেছেন নন্দীগ্রাম বিধায়কের বিরুদ্ধে। সন্দেহশ্রথালি নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর রোষান্বিত পড়েছে রাজ্য পুলিশের একাংশ। লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকে বারংবার সংবাদ শিরোনাম হয়েছে বসিরহাটের সন্দেহশ্রথালি। নারী নির্যাতনের অভিযোগে তুলে

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার হিসাবে নিয়োগ হন বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার

মালদা,১২জুনঃ- ২০১৩ সালের পয়লা নভেম্বর গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার হিসাবে নিয়োগ হন বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রায় দু বছর গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। এই সময় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র-ছাত্রীর উজ্জ্বল ভবিষ্যত তৈরীর পথ সাপেক্ষেছিলেন তিনি।এরপর ২০১৯ সালে বালুঘাট জেলাকর্তা আসন থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন বিজেপি। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনেও এই আসন থেকেই জয়ী হবেন তিনি। বিজেপি রাজ্য সভাপতিও ছিলেন তিনি। কিন্তু

এবারে রাজ্য এবং কেন্দ্র বিজেপি তার ওপর আস্থা এবং ভরসা রেখে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন। তিনি গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন তাই কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে বেশ কিছু দাবি দাওয়া উঠতে শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা জানান এক সময় এখানকার অধ্যাপক ছিলেন সুকান্ত মজুমদার। এখন তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন। তাই আমরা অংশাই দাবি রাখবো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর যাতে উন্নয়ন হয়। জাতীয় স্তরের যে সমস্ত স্বলারশিপ রয়েছে সেগুলি বর্তমানে

বন্ধ রয়েছে। সেগুলি যাতে চালু করা হয়। পাশাপাশি স্বলারশিপের টাকার পরিমান টা বাড়ানো হলে ভালো হয় তার সঙ্গে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জলের সমস্যা থেকে পরিকাঠামগত উন্নয়নের দিকে নজর দিলে খুব ভালো হয়।গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন সুকান্ত মজুমদার এখন তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হয়েছে খুব গর্বের বিষয়। উনার হাত ধরে সমগ্র রাজ্য জুড়ে শিক্ষার উন্নয়ন হবে আশা রাখছি। কেন্দ্রের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয় কে সাজাতে পারলে আরো ভালো হয় দাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কর্মীদের। সুকান্ত মজুমদারের

সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল এবং তিনি খুব ভালো মানুষ। তিনি শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন অবশ্যই গর্বের বিষয়। উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন তিনি। উনার সব সময় পজেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে কাজ করার একটা ভালো প্লাটফর্ম পেয়েছেন তিনি। দাবি সুকান্ত মজুমদারের এক সমবয়ের সহকর্মী তথা গৌড় বঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক বাপি মিশ্রের। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর অনেকটাই ধরো লক্ষণ ভাইয়ের মতো। তিনি কতটা উন্নয়ন করবেন সেটা সময় বলবে।দাবি গৌড় বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক বিভাগের।

অরুণাচল প্রদেশ ংবিধায়ক দলের নেতা চ্যানে শুরু বৈঠক, উপস্থিত কেন্দ্রীয় দুই পর্যবেক্ষক

ইটানবার, ১২ জুন : অরুণাচল প্রদেশে বিধায়ক দলের নেতা নির্বাচন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় দুই পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে বুধবার বিকালে শুরু হয়েছে বৈঠক। বৈঠক চলছে রাজধানী ইটানগরে অবস্থিত দর্জি খান্ডু কনভেনশন সেন্টারে। বৈঠকে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা রবিশংকর প্রসাদ এবং তরুণ তৃণাদলীয় সূত্রে জানা গেছে, নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর বিজেপি বিধায়করা আজ সন্ধ্যায় সরকার গঠনের দাবি নিয়ে রাজ্যপালের সাথে দেখা করবেন। প্রাপ্ত তথ্য



অনুযায়ী,আজ বৃহস্পতিবার অরুণাচল প্রদেশে নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

ভারতের পরবর্তী সেনাপ্রধান হচ্ছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী

নয়াদিল্লি, ১২ জুন :নতুন সেনাপ্রধানের নাম ঘোষণা করলো কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতের পরবর্তী সেনাপ্রধান হচ্ছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। তিনি বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পাণ্ডের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন।জানা গেছে, ৩০ জুন ভারতের সেনাপ্রধান পদে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। ওইদিনই জেনারেল মনোজ পাণ্ডের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। লোকসভা নির্বাচনের কারণে বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পাণ্ডের কার্যকালের মেয়াদ এক মাস



বাড়ানো হয়। ভোট মিটতেই পরবর্তী সেনাপ্রধানের নাম ঘোষণা করলো কেন্দ্র। চলতি বছরে ১৫ ফেব্রুয়ারি লেফটেন্যান্ট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী ভাইস চিফ অফ আর্মি স্টাফ অর্থা সহকারী সেনাপ্রধান পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এবার সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পেলেন তিনি।

পাটুলিতে কিশোরীকে ধাক্কা সবজি বোঝাই গাড়ির

কলকাতা, ১২ জুন :গত মঙ্গলবার রাতের শহরে এক কিশোরীকে ধাক্কা মারল সবজি বোঝাই গাড়ি। দুর্ঘটনার পর এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও, স্থানীয় বাসিন্দারা গাড়িটিকে ধরে ফেলো। গোটা ঘটনাকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। গাড়ির চালককে আটক করে পুলিশ।জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ কামালগাজির কাছে দুর্ঘটনা ঘটে। ওই কিশোরী টিউশন ডে মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল। রাস্তা পার হওয়ার জন্য ক্রসিং-এ দাঁিয়েছিল কিশোরী। হঠা সিগন্যাল ভেঙে জরুগতিতে ধেয়ে আসে একটি সবজি বোঝাই গাড়ি। ধাক্কা মারে দাঁড়িয়ে থাকা ওই কিশোরীকে। ধাক্কা মেরে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। কোনক্রমে রক্ষা পায় কিশোরীর মাদৃর্ঘটনার পর গাড়িটি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও, স্থানীয়রা গাড়িটিকে ধাওয়া করে পাটুলি ক্রসিং-এর কাছে গিয়ে ধরে ফেলে। ধরা পড়ে যায় চালক। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, চালক নেশাপ্রস্তু অবস্থায় ছিল। মৃত অবস্থায় গাড়ি চালানোর কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। অন্যদিকে জানা গিয়েছে, আহত ওই কিশোরীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনার পরই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তাঁর চিকিৎসা চলছে।

রাজগড়ঃসাপের কামড়ে মৃত ১২ বছরের নাবালক

রাজগড়, ১২ জুন : মধ্যপ্রদেশের রাজগড় কোতোয়ালি থানা এলাকার জোগিপুরা গ্রামে বসবাসকারী ১২ বছর বয়সী নাবালককে মঙ্গলবার রাতে তার বাড়ির উঠানে একটি সাপে কামড়ায়। অজ্ঞান অবস্থায় তার পরিবার তাকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তার মৃত্যু হয়। পুলিশ বুধবার ময়নাতদন্ত শেষে দেহ চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে এবং মামলার তদন্ত শুরু করেছেপুলিশ জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার রাতে জোগিপুরা গ্রামের বাসিন্দা ১২ বছর বয়সী অনিলকে বাড়ির উঠানে একটি সাপে কামড়ায়, আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে নিয়ে যায় জেলা হাসপাতালে । সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

রেষ্টুরাঁ কাণ্ডে সোহমের পাশে দাঁড়িয়ে দেবকে কটাক্ষ মদনের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ নিউট্যউনের এক রেস্তোঁরার মালিককে ভূমূল বিধায়ক তথা অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীর মারধরের ঘটনায় সমালোচনা করেছিলেন রাজ্যের সাংসদ দেবা সোহম পরে রেস্তোঁরা মালিকের কাছে ক্ষমা চাইলেও ঘটনা রাজনীতিতে তা চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এ বার নিজের মদনের তারকা সাংসদ দেবের পাশ্া সমালোচনা করলেন কামারহাটির ভূমূল বিধায়ক মদন মিত্র।। যদিও এদিন দলের পূর্ব মেদিনীপুরের বিধায়কের ওই কাক্সের সমালোচনা করেছেন অভিনেত্রী তথা বীরভূমের সাংসদ শতাবী রায়ও। তিনি জানান, সোহমের আচরণ সমর্থনযোগ্য নয়।সোহমকে প্রশংসায় ভরিয়ে মদনের দাবি, বাংলায় বিধায়ক ও শিল্পীদের মধ্যে আমার দেখা সবচেয়ে ভালো মানুষ সোহম। কখনও সীমা ছাড়ায় না। ওর লেগে হল, ও নিতান্তই নিরীহ যুবক। সোহমকে মারতে দেখে খারাপ লাগছে। এই সহ্যকে আমি দেখিনি। এর পরই দেবকে বিঁধে তিনি দাবি করেন, সোহমের পাশে না দাঁড়িয়ে, তুল করছে, ক্ষমা চেয়ে নাও না বলে কঠিন সমালোচনা করছেন দেবা। ওটা দাদাগিরি হয়ে গেলা।এখানেই শেষ নয়, দেবকে রাজনীতির আঙিনা থেকে দূরে থাকার পরামর্শও দেন মদনা। তাঁর কথায্য, দেবকে আমি অনুরোধ করব, তুমি সিনেমায় ছিলে তো! সিনেমায় তুমি এক নম্বর। আস্তে আস্তে সিনেমা ছেড়ে রাজনীতিতে তোমার পদক্ষেপটি বেশি হয়ে যাচ্ছে। এতে তোমারও ক্ষতি, বাংলারও ক্ষতি। এর পরই মদন-বান, সোহমকে কিছু বলার দরকার হলে দল আছে, সংসদীয় দল আছে, কোর কমিটি আছে, অভিযেক আছে, মমতা আছে। সোহমের সেদিনের আচরণের সমালোচনা করে দেব বলেছিলেন, ‘ জনপ্রতিনিধি বলে নয়, যে কোনও মানুষের থেকেই এমন ব্যবহার ক্যান্য না। সোহম আমার ভাল বন্ধু। কিন্তু বন্ধু বলে সব কাজ যে ভালো, তা নয়। যেদিন শুনলাম, সেদিনই ফোন করে ওকে বলেছি, নট্য হওয়া উচিত নয়। সোহমের ক্ষমা চাওয়া উচিত। নিয়ম কানুন মেনে চলা উচিত। জনপ্রতিনিধিদের এসব থেকে দূরে থাধ় দরকার।’

পুজোর আগেই ও ফুড জোন করবে কলকাতা পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ পুজোর আগেই কলকাতা শহরে বেশ কিছু পরিবর্তন আনার লক্ষ্য রয়েছে কলকাতা পুরসভার। প্রাস্টিকের ছাউনি দেওয়া ফুড স্টলও শহর থেকে ধাপ ধাপে সরিয়ে ফেলতে চায় পুরসভা। আসেই থাকেই শহরের তিমিটি এলাকায় হকারদের জন্য পরিবেশবান্ধব ফুড জোন তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুর-কর্তৃপক্ষ। পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে রাসেল স্ট্রিট, পাটুলি এবং টালা পার্কে এই ফুড জোনগুলির কাজ শুরু হয়েছে।স্মুরকর্তারের বক্তব্য, প্রাস্টিকমুক্ত এই স্টলগুলি আগামীদিনে আি থেকে আধির ডেস্টিনেশন হবে। এই সব জোনের নাম দেওয়া হয়েছে- ‘কলকাতা ফুড ওয়ার্ক’। সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত নানা ধরনের খাবার মিলবে খুব সমান্য অর্থের বিনিময়ে। সব কিছু চিকঠাক থাকলে পুজোর আগেই খুলে দেওয়া হবে এই তিন ফুড জোন। দু’বছরের মধ্যে এমন আরও ১৫টি ফুড জোন তৈরির টার্গেট রয়েছে।স্মুরসভা সূত্রে খবর, প্রতিটি ফুড জোনে ১৬টি করে দোকান থাকবে। টালা পার্ক এবং পাটুলিতে ফুড জোন তৈরির কাজ প্রায় শেষ। মঙ্গলবার টালা পার্ক চত্বরে গিয়ে দেখা গেল, ফুটপাথে বসানো হয়েছে নতুন পোভার রক। উল্টো দিকে খাবার জন্মে তৈরি বেশখ। স্টল তৈরির কাজও শেষের দিকে। বসবে বেসিন, বায়ো টয়লেট। পুরো তর্রাট সাজানো হবে নানা রঙের আলোয়।স্মুরকর্তার জানাচ্ছেন, শহরের নামজাদা রেস্তোঁরা থেকে অর্ধেক দামে খাবার মিলবে এই ফুড জোনে। পাওয়া যাবে বিরিয়ানি, চাউমনি, রোল, ফ্রাডের রাইস, মোমো, থোসা, ইডলি, চা-কাফি, মশলা-মুড়ি। লোকানিদের দেওয়া হবে ট্রেনিং। খাবারের মান ঠিক কিনা, তা যাচাইয়ে প্রতি মাসে সারপ্রাইজ ভিজিটে যাবেন পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা। অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রি করলে দোকানির লাইসেন্স বাতিল করা হবে।স্কলকাতার স্ট্রিট ফুডের খাতিা বিগড়জুড়ে। কিন্তু শহরের নানা প্রান্তে থাকা অস্থায়ী খাবারের দোকানে নানা সমস্যা পোহাতে হয় ক্রেতাদের। অনেক জায়গাতেই বসা বা দাঁড়ানোর পর্যাপ্ত জায়গা নেই। কোথায় পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর। সে কারণেই পৃথক জোন তৈরির সিদ্ধান্ত। স্মুরসভার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন গড়িয়াহাটের হকার প্রগ্রাম কমিটির নেতা দেবরাজ খোন্। তিনি বলেন, ‘এই পদক্ষেপের ফলে অনেক বেকার ছেলের কর্মসংস্থান হবে। আমরা সব কক্ষ সমন্বয়গতির প্রস্তুত।’কলকাতা পুরসভার এই পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ শহরের নাগরিকদের মধ্যে সাড়া ফেলবে বলে মনে করছেন পুর কর্তারা। তাঁদের আশা, নতুন ফুড জোনগুলি শিষ্টে কলকততার জনপ্রিয় খাবারের গন্তব্যে পরিণত হবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৩জুন মাস।বৃহস্পবার, ৩০ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজী: ৩০ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৬৬ চৈতঃ৪নাদ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৩০ জ্যৈষ্ঠ মাস, চাত্র ৭ মৃগশ্রদা মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাং, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ৩০ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৩০ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতঃ১৪ শজিব, আসন্নঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ই-হ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অরপূর্ন(পূজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২০। ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৫০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১১২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৬২৫০১ দং ৬৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ৪৮ঃ০১ দং ৪৫৮৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিথিঃবোধঃঅতিগুণ অমৃতযোগাদিন ০৫ঃ২৪ঃ৫১ থেকে - ০৭ঃ৫৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৬ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৬ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২২ঃ৪০ থেকে - ১১ঃ ০৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত।কুলিক বোলাদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত।কুলিক রাত্রিঃ ০৫ঃ৪৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত।বারবোলা দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত।কালবোলাদিন ০৮ঃ৪৩ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৪ পর্যন্ত, গ্রহঃস্ক্রুট (সূর্য উদয় কালঃ) রবিঃ১১ঃ২৪ঃ ৬১৯ (২৭) ৩ পদঃস্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদঃমঙ্গলঃ১২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদঃবৃঃ২০ঃ২২২৫ (১) ১ পদঃবৃহস্পতিঃ১০২৪২২৩ (২৫) ৩ পদঃশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদঃশনিঃ২২৫৮৩০ (২৩) ১ পদরাঃহঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৬.৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (১) সর্বনিম্ন ২৮.০ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮২শতকরা এবং ৫৪শতকরা।বৃষ্টি হয়নি বুধবার। জোয়ার-সকল ১০টা ৪১ মিনিট এবং রাত ১০টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয়-৫টা ০১মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে ৬ টা ২০ মিনিটে।
রাশিফল
মেঘরাশিঃ আপনার প্রবল সহনশীলতা এবং নিভীকতা ভীষণভাবে মানসিক ক্ষমতার উন্নতি করবে। এই গতি ধরে রাখুন যাতে কোকানো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আপনাকে উসাহিত করে। বৃষভ রাশিঃ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। সমসারো শান্তি। মিথুন রাশিঃ আজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হয়েছে। আপনার সুস্থাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারেন। কর্কট রাশিঃ ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। কোন নতুন অর্থনৈতিক সমঝোতা চূড়ান্ত হবে এবং আপনি অনেক টাকা পাবেন। বৈাধিক বন্ধনে প্রবেশ করার জন্য ভালো সময়। বিবাহের যোগ হবে সিংহ রাশিঃ মানসিক জীবির জন্য নিজেকে কিছু দান এবং দাতব্য কাজে নিয়োজিত করুন। আপনার সন্তানদের কারণে আজ আপনি অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন। এটি আপনাকে খুব আনন্দি দত করবে। কর্মের উন্নতি হবে। কন্যা রাশিঃ গর্বভরী মায়েরের জন্য খুব একটা ভালো দিন নয়। হাতির সমতা আপনার আরো সন্তক থাকা উচিত। বিশেষ যাত্রা স্তব সর্নি। তু লারাপিঃ অতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। সমসারো শান্তি। বৃশ্চিক রাশিঃ পরিবারের সদস্যরা আপনার জীবনে এক বিশেষ স্থান অধিকার করবে। প্রেমিক প্রেমিকারা পরিবারের অনুভূতির প্রতি অত্যধিক সন্মত।তৃষ্ণাশীল হবেন। ধনু রাশিঃ কোনো গাঢ়ি চালানোর সময়ে সতর্ক থাকুন বিশেষত বাকগুণিলতা স্তব রং হবে লাল মকর রাশিঃ আপনার স্বয়ংরালিভ স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবেন। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের রাখা উচিত কারণ খুব বেশী আদন্দ কিছু সমস্যার কারণ হবে পাের।

কুন্ত রাশিঃআত্ম-বিকাশের প্রকাশগুলি একের থেকে বেশি উপায় আপনাকে পূরুষত্ব করবে- আপনি নিজের অসুস্থতাকে ভালো এবং প্রতীয় অনুভব করবেন।**মীন রাশিঃ**বহিরাঙ্গণ খেলাধুলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধান এবং যোগ লাভজনক হবে। উপরি

১২ বছর ধরে ট্রেনে গান গাইছেন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি

দূরন্ত বার্তা, হুগলি, ১২ জুন : ট্রেনের কামরায় মঞ্চ, বাদ্যযন্ত্র বলতে দোতারা শ্রোতাদের দক্ষিণা এক টাকার, দু টাকা , ৫ টাকা কয়েন। তাতে কিন্তু খুব অসুখী নন শিশির দাস। সে জীবনে ছোট থেকেই জন্মাল। প্রায় ১২ বছর ধরে লোকাল ট্রেনের কামড়াতে এই গান গেয়ে দিন গুজ রান করছেন এই দৃষ্টিহীন শিশুর। এখন পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা তালতলা গ্রামে বসতি। ছোটবেলায় উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতে তার সংগীত চর্চার গুরু মোহাম্মদ আদম আলী মন্ডল এর কাছে বাউল এবং লোকগীতির তালিম নেন। মনের খেলালেই সেই অডেসস এখন তার জীবিকা। তাদের আদি বাড়ি হাওড়া জেলার বালিতে। সেখানেই বাবা ও মা থাকেন। কোন কাজ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত একদিন দোতারার নিয়ে উঠে পড়লেন ট্রেনে। গান ধরলেন গলা ছেড়ে। তারপর এক ট্রেন থেকে অন্য ট্রেনে গান গেয়ে বেড়ানোই তার রোজগারের একমাত্র রাস্তা। কি গান করেন ? বাংলার মাটির গান। অনেক সময় ভূপেন হাজারিকার গানগুলো ট্রেনের যাত্রীরা শুনতে চান তাই শোনান। গানগুলি আয়ত্ত করেন ক্যাসেট শুনে। সেই ছোটবেলায় গুফর কাছে যে তালিম পেয়েছিলেন তারপরে বাঁধা গতে কারো কাছে কখনো গান শেখেননি। যা শিখেছেন সবই শুনে শুনে। সূতরাং কখনো বাহবা দেন। তার দিন শুরু সকালে কাটোয়া লোকাল দিয়ে। আবার দুপুরে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে বিকেল থেকে রাত্রি। রোজগার গায়ে আড়খিণো টাকা। কখনো কখনো ৬০০ টাকা। বাড়িতে পুরো সংসারে স্ত্রী প্রতিমা দাস ,দুই মেয়ে,এক ছেলে। তাই প্রতিদিন সকালে উঠে দুই কিলোমিটার হেঁটে কালোন। স্টেশন থেকে ডাউন লোকাল তাকে ধরতে হয়। তবে করোনার অতির্যার সময় সংসার চালাতে প্রচন্ড সুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এই গায়ক আমন্ত্রণ পান বিভিন্ন গানের অনুষ্ঠানে। ট্রেনে ভিড যাত্রীদের বিরতি থেকে দূরে অনুষ্ঠান মঞ্চে থেকে তারা শুনাবেন তাদের প্রিয় গানগুলি।

পরিবর্তনের ছোঁয়ায় স্বপ্ন দেখছে হাবরার আদিবাসী পাড়া



মাকালতলা গ্রামে। বস্তুত মাকালতলা এবং সলগ্রু ফার্মানিয়ার আদিবাসী পাড়ায়। সেবা (সোসাইটি ফর ইকুইটবল ডল্যাণ্টারি অ্যাকমনস) এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চাষের কাজে প্রশিক্ষদানে যুক্ত সরকারি সংস্থা ‘ক্রাইজফ’-র সহযোগিতায়। নানাবিধ প্রশিক্ষণ, চরিত্র, শিক্ষার বিস্তার, আদিবাসী উন্নয়ন ইত্যাদি কাজে উত্তর চব্বিশ পরগনার বাসুড়িয়া, হাবরা ১, হাবরা ২, দেগঙ্গা, স্বরূপনগর, মিনাখা, বর্নগাঁ রুরাল, বরাহনগর ব্লকে সেবা নিঃশেষে সামাজিক উন্নয় ও পরিবর্তনের কাজ করে চলেছে দীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে। আই আর আর আই (ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইন্সটিটিউট) এর উদ্যোগে মাকালতলায় সবে শুরু হয়েছে এক ‘খিওরি অফ চেঞ্জ’ এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ। আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সাথে সাথে চাষের নতুন পন্থার হাত ধরে নারী কৃষকদের সক্ষমতা বাড়ানো, সচেতনতা তৈরি করা, তাঁদের অস্তিত্ব, অধিকার, দায়িত্ব সম্পর্কে চেতনা জাগানো এই উদ্যোগের সারমর্ম। ছাগল পালন এখানে সক্ষমতা বাড়ানোর প্রবেশপথ এবং নারী কৃষকদের সঙ্গে যোগসূত্রের প্রথম ধাপ। সেই সূত্র ধরে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হচ্ছে নারীদের মানবিক চেতনা। প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবেশ সচেতনতার হাত ধরে নারীরা গুটি গুটি করে এগোচ্ছেন- নিজের ভূমিকা সম্পর্কে ভাবনাধা, স্বনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পারদর্শিতা আর নিজের ইচ্ছে প্রকাশের মনোবল অর্জনের দিকে। আজ সারা রাজ্য সাক্ষর, কিন্তু সেই সাক্ষর ছবি আকার মতো। মাকালতলায় সাক্ষরতার ক্লাস শুরু করেছে সেবা। খুব ধীর হলেও অগ্রগতি হচ্ছে শিক্ষাকেন্দ্রের। আইআরআরআই-এর উদ্ভূত প্রমা মুখোপাধ্যায় মুর্টোফোনে বেকবঁ করতে শিখিয়ে মেয়েদের কাছে নতুন একটা দিক খুলে দিয়েছেন। সেবা’র কাজটি মিত্র এবং কুবুংউদ্দিন আরোদ অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তুলছেন কৃষক দলগুলি। ১৬ জন নেত্রী, ৬টি দল, ১৭৫ জন নারী কৃষক। সামনে রয়েছেন লক্ষী সর্দার সঙ্গে দুরলাভ, অরুণ, দিপালী, অর্পণা আর সব লিড ফার্মাররা। আইভিআরআই ছাগল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দেড় শতাধিক নারী কৃষককে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং ১৬ জন নেত্রীকে শেখাবেন ছাগলের প্রতিবেদক ও প্রাথমিক চিকিৎসা। এই ‘খিওরি অফ চেঞ্জ’- এর প্রয়োগে অংশীদার আইভিআরআই, ‘প্রদান উত্তর চব্বিশ পরগনা’ এবং ‘দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা’র ‘চেহ্র ইনিশিয়েটিভ’। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ১৬ জন লিড ফার্মারকে দেওয়া হয়েছে খাতা আর পেন যাতে তারা নিজেদের ভাবনা, প্রজ্ঞেষ্ঠের কাজের মূল্যায়ন, কাজের প্রতিকল্পনের টুকটাকি লিখে রাখেন আর হয়ে ওঠেন গবেষণার মূল্যবান অংশীদার। নিজেরাই স্থির করেছেন যিনি এখনও লিখতে পারেন না তাঁকে বাকিরা সাহায্য করলেন লিখে ফেলার কাজে। এই খাতাগুলি যেন এক একটি দর্পণ। দিপালী লিখেছেন – আমরা আদিবাসী, তুই বলতে আপনি বলি আর আপনি বলতে তুই, তাই সবার সামনে কথা বলতে লজ্জা করে, অর্পণা লেখাপড়া শেখারায় দায়িত্ব পেয়ে আশ্রুত, কেউ কষ্টল বিছাচ্ছেন ছাগলের যত্ন করতে, কেউ আদম্ভিত ছাগলের স্বাস্থ্য ভাল হওয়ায়। আইআরআরআই-এর উদ্যোগে বিচালি কাটার মেশিন বসবে শিগগিরই। মেয়েদের পরিকল্পনা সবাই মিলে বিচালিকাটার মেশিনে বিচালি কেটে নিজেরা ছাগলের জন্য ব্যবহার করবেন, আবার প্যাকেট করে বিক্রিও করবেন। সৌর লণ্ঠন আসবে যাতে সন্নের অবসরে লেখাপড়া করা যায়। কবঁটুকু ভালো হবে সেকথা বিচারের সময় এখনও আসেনি। কিন্তু বদল যে হচ্ছে সে কথা স্পষ্ট। মেয়েদের স্বপ্ন বিচালিকাটার মেশিনের পর মুড়ি ভাজার যন্ত্র, মসলা ভাঙবার যন্ত্র বসিয়ে সবাই মিলে হাত মেলাবেন স্বনিয়ুক্তিতে। তারা চিরকাল গ্রামে আসা পহিঁকারকেই ছাগল বিক্রী করেছেন কিন্তু এইবারে তারা শিখেছেন ছাগল হাতের মাপে নয়, উভতার মাপেও নয়, বিক্রি করতে হয় ওজনবন্ধে মেপে । পরিবর্তনের ছোঁয়ায় স্বপ্ন দেখছেন সকলেই। আইভিআরআই-এর ডঃ মহেশ, ডঃ অর্ণব সেন ভাবছেন কোনও এক সময় মাকালতলা ব্রান্ড নামে গোট মিট প্রসেসড বা প্যাকড ফুড হিসেবে বিক্রি হবে। ডঃ দাস চান গ্রামের পশুদের চিকিসা করবেন লিড ফার্মাররা। আইআরআরআই-এর টিম চায় বিচারের বার্তা লিড ফার্মারদের মাধ্যমে ছড়িয়ে যাক দলের মহিলাদের কাছে, অন্তর্ভুক্ত হোন পরিবারের পুরুষেরাও ‘ মহিলাদের স্বপ্নের শরিক, মহিলাপ্রধান এফপিসি গঠনের ভাবনা তারো। খুব শিগগিরই জমজমাট করে শুরু হবে লেখাপড়া মহিলা পুরুষ সকলের জন্য। ব্যাংকে টাকা তোলা বা জমা করার আরোমণপ্রত্যা যেন পূরণ করতে পারেন নিজেরা। লেখাপড়া করতে গিয়ে বোঝা যাচ্ছে অনেকেরই চোখের সমস্যা। ‘সেবা থেকে চিকিৎসা শিবির করা হবে অতি জ্রুত। বাজ পড়ে মৃত্যুর ঘটনা এখন ঘটছে প্রায়ই। এ বিষয়ে সচেতনার মিটিং করে স্থানীয় উপকরনেই তৈরী করে বসানো হবে লাইটনিং ক্যাচার। লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্যকে সরাবার প্রচেষ্টা থাকবে প্রতিটি ধাপেই। মুর্টোফোন থাকবে লিড ফার্মারদের কাছে, তারা আসন্ন দুযোগ, পশুরোগ গা পশুরোগ মহামারী, উন্নত কৃষির পরামর্শের খবর রাখবেন এবং বিক্রিতে তা পৌঁছে দেবেন তাদের সদস্যদের কাছে। খুব সম্ভ্রতি প্রচণ্ড গরমে ছাগলেরা ঝর, পেটের সংক্রমণে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, লক্ষী, অর্পণারা নিজেরাই আইভিআরআই এর ডাক্তারবাবুকে ফোন করে বিশেষ নিয়ে সেগুলোকে সারিয়ে তুলেছেন। তারা অভীকা, কুবুংউদ্দিন, ডঃ বিনোদেন সঙ্গে কাজ শিখতে যাচ্ছেন কল্যাণীতে আইভিআরআই-এর খামারে। এর পরে যাবেন প্রদানের সংগঠিত খামার দেখতে পুরুষিয়ার আদিবাসী অঞ্চলে। নিজেদের শক্তিকে তারা চিনতে শুরু করছেন। নিজেদের সেই নিজেকে খুঁজে পেতে আরও ছোট ছোট ভাবনা রয়েছে ‘সেবার সরকারি প্রকল্প, আইভি আদিবাসী সম্পর্কে ক্লাস, মুড়ি দেখা, ডিএমটি সেশন, পুষ্টিকর সহজ রান্না--সেগুলি স্থিরিকৃত হবে আইআরআরআই-র সঙ্গে আলোচনা করে’।

এবার পরিকল্পনায় রয়েছে প্রতিষ্ঠিত অপেক্ষানি গুলির মাধ্যমে মহিলারা নিজেদের জোরে তৈরি করবেন নিজেদের সমবায় এবং লিঙ্গ বৈষম্য-জনিত পরিষেবা পরিবর্তন করে পুরুষ এবং নারী একযোগে ডেরি করবে এক আদর্শ পরিবেশ যেখানে সকলেই বাঁচবেন সমস্যানে।

২০ টাকা কিলো দরের আম মিলছে ১৫০ টাকায়! বাজারভেদে ইলিশ হাজার থেকে দু’হাজারে


 দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ১২ জুন : ২০

টাকা কিলো দরের আম মিলছে ১৫০

টাকায়! জামাইঘষ্টিতে আমের

বাজারমূল্য এমনই আকাশছোঁয়া।

এমনটাই জানাচ্ছেন বুধবার সকাল সকাল বিভিন্ন বাজারে আম কিনতে আসা ক্রেতারা। এই বছর আমের ফলন কম হওয়ায় চড়া দাম আয়ের। তাই জমাইঘষ্টিতে জামাইদের জন্য আম কিনতে ছাঁকা খেতে হচ্ছে। এমনটাই দাবি ফল বিক্রেতাদের। জামাইঘষ্টির বাজার করতে এসে শাক সজ্জি তো আছেই, আম কিনতেও হাত পুড়ছে বাঙালি। যার ফলে বাজার করতে এসে হতাশ মধ্যবিত্তরা। আমের দাম বাড়ার কারণ হিসেবে বিক্রেতারা জানিয়েছেন, সময়মতো বৃষ্টি হয়নি ও অতিরিক্ত

গরমের কারণে এই মূল্য বৃদ্ধি। ঝড়ে আমের ক্ষতি হয়েছে। বাজারে সেভাবে আমের খোপান নেই। ফলস্বরূপ জামাইঘষ্টির বাজারে আমের দাম আকাশছেয়া। বুধবার জামাইঘষ্টি। আর তাই এদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বাজারে ও হাওড়ার পাড়কালি মাছ বাজারে হরেক রকম ইলিশের চাহিদা উঠল তুঙ্গে। এবারে ইলিশের চাহিদার কথা ভেবে হাওড়া পাইকারি মাছ বাজারের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের পাশাপাশি মায়ানমার থেকেও ইলিশ আমদানি করেছেন। হাওড়ার মাছ বাজার থেকে তা ছড়িয়ে পড়ছে কলকাতা এবং হাওড়ার সবকটি বড় বাজারে। ৭০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি ২০০ গ্রাম পর্যন্ত ইলিশ দেদার বিক্রি

হচ্ছে। কলকাতার খুচরো মাছ ব্যবসায়ীরা এদিন সকাল থেকেই ভিড জমান হাওড়ার মাছ বাজারে। তারা জানান, এবারেও ইলিশ মাছের চাহিদা বেশ ভাল। হাওড়া মাছ বাজারের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশের টটকা ইলিশের দাম একটি বেশি। এক কিলো সাইজের ইলিশ এই বাজারে ১৫০০ থেকে ১৬০০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। খুচরো বাজারে কিলো প্রতি তা ১৮০০ থেকে ২০০০ টাকা দরে বিক্রি হবে। মায়ানমারের ইলিশ তুলনায় একটু কম দাম। এক কিলো সাইজের ইলিশ ১১০০ থেকে ১২০০ টাকা। খুচরো বাজারে তা ১৪০০ থেকে ১৫০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

চাঁপদানি পৌরসভার উদ্যোগে বিনামূল্যে কোচিং সেন্টারের উদ্বোধন

দূরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, ১২ জুন : চাঁপদানি পুরসভার উদ্যোগে এবং চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সহযোগিতায় চাঁপদানিতে শুরু হলো ,স্টেয়ার টু সাকসেস, নামে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা প্রস্তুতির কোচিং সেন্টারের । মঙ্গলবার চাঁপদানি পুরভদন সংলগ্ন ভবনে কোচিং সেন্টারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগী। উপস্থিত ছিলেন, ডিসি হেডকোয়ার্টার দশানি পাল, ডিসি চন্দননগর অলকানন্দা ভাওথাল, চাঁপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুহীন, পুরসভার চেয়ারম্যান সুরেশ মিশ্রা প্রমুখ। এই সেন্টারে আগামীদিনে ডব্লু বি সি এস, রেল, পি এস সি, পুলিশ, ব্যাংক ইত্যাদি সরকারি সংস্থায় চাকরির কোচিং দেবেন পুলিশের উচ্চ পদস্থ অধিকারিকেরা। শুধু কোচিং নয়, সঙ্গে পড়ুয়ার পাবে বই সহ শিক্ষা সামগ্রী। চেয়ারম্যান সুরেশ মিশ্রা জানিয়েছেন, পড়ুয়াদের জন্য একটি গ্রন্থাগার তৈরি করা হয়েছে। সেখানে পুলিশের তরফে কোচিং সংক্রান্ত যাবতীয় বই দেওয়া হয়েছে। এই কোচিং হবে সম্পূর্ণই বিনামূল্যে। শীঘ্রই পড়ুয়াদের ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যেই ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে কোচিং চালু করে দেওয়া হবে। বক্তব্যের



শুরুতেই এদিন পুলিশ কমিশনার শান্তিপূর্ণ রামনবমী এবং লোকসভা ভোটারে প্রসঙ্গ তুলে বাসিন্দাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এত বড় দুটো পর্যায় অতিক্রম করা হলো, একটা ছোট ঘটনাও ঘটেনি। যার কৃতিত্ব সম্পূর্ণই নাগরিকদের। পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে পুলিশ কমিশনার বলেন, লক্ষ্য বড় করতে হবে। আই এস, আই পি এস, ডব্লু বি সি এসের স্বপ্ন দেখতে হবে। অধ্যয়ন করলে সেটা পূরণ হবে। তিনি বলেন গরীব মেয়ে পড়াশোনা হবেনা, উচ্চশিক্ষা হবেনা এসব ধারণা ভুল। সরকারি চাকরির ট্রেনিং কেন, এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন একমাত্র সরকারি চাকরির

মাধ্যমে মানুষের উপকার করার অনেক সুযোগ থাকে। তাছাড়া সরকারি চাকরি মানুষকে একটা উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। তেতনও যথেষ্টই ভালো। পড়াশোনা করে ভালো মানুষ হতে হবে। সব ধরনের বই দেওয়া হয়েছে। পড়াশোনা করতে হবে। কোচিং করবেন আইপিএস, ডব্লু বি সি এস, ইউ পি এস সি পাশ করা পুলিশ কর্মীরা। গরমে ক্লাস করতে অসুবিধে হবে তাই একটি এসি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন পুলিশ কমিশনার। এই অনুষ্ঠানে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন এবং এই প্রকার ট্রেনিংয়ের জন্য তারা চাঁপদানি পৌরসভা এবং পুলিশ কমিশনারকে ধন্যবাদ জানান।

ছাদের দরজা ভেঙে হাসনাবাদ তকিপুরে এক বাড়িতে দুই লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরির অভিযোগ

দূরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ১২ জুন : উত্তর চব্বিশ পরগনার আমলানী পঞ্চায়তের তকিপুরে এক বাড়িতে সোনার গহনা, রেসিং সাইকেল সহ দুই লক্ষাধিক টাকা চুরির অভিযোগ। মঙ্গলবার তার বেলা ঘুম ভাঙতেই আলমারির লকার খোলা অবস্থায় দেখেন পরিবারের সদস্যরা। সোনার গহনা সহ বেশ কিছু জিনিস জিনিস খোয়া গেছে বলে দেখেন তারা। এরপর ছাদের দরজা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান,ভাঙা দরজার পাশেই ছড়ানো ছিটানো ছিলো ঘরের চাবি। পরিবারের সদস্যরা জানান, যে ঘরে চুরি হয়েছে সেখানেই ঘুমাচ্ছিলেন তারা,তাদের মাথার বালিশের তলায় রাখা চাবি, ঘরে ঢুকে বালিশের তলা থেকে সেই চাবি নিয়ে আলমারি খুলে চুরি করে চম্পট দেয় চোর। ভূনাক্ষরেও টের পাননি ঘরে থাকা



কেউই। ঘটনায় হতবাক হয়ে পেরন পরিবারের সদস্যরা, খবর দেওয়া হয় হাসনাবাদ থানায়। বুদ্ধদেব মন্ডল জানান, সোনার গহনা সহ, ছেলের

নতুন রেসিং সাইকেল ও নগদ টাকা খোয়া গেছে। অনিতা মন্ডল জানান সবমিলিয়ে আনুমানিক দুই থেকে আড়াই লাখ টাকার জিনিস চুরি হয়েছে।

হায়দ্রাবাদে আয়োজিত টি-টোয়েন্টি লিগে বাংলার হয়ে অধিনায়কত্বে বসিরহাটের ছেলে

দূরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ১২ জুন : এবার বাংলার হয়ে টি-টোয়েন্টি লিগে অধিনায়কত্বে বসিরহাটের ছেলে রোহিত মন্ডল। গ্রেট ক্রিকেট স্টেপ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া-এর উদ্যোগে আয়োজিত ১০তারিখ অনূর্ধ্ব ১৫ টি-টোয়েন্টি লিগ শুরু হয়েছে হায়দ্রাবাদে। সেই টি-টোয়েন্টি লিগে দেশের ১৬ টি দল অংশগ্রহণ করবে। যেখানে বাংলা হয়ে টি-টোয়েন্টি লিগে অধিনায়কত্ব করতে চলেছে বসিরহাটের বাদুড়িয়ার কানুপুর গ্রামের কিশোর রোহিত মন্ডল।রোহিতের বাবা মহাসিন মন্ডল পেশায় রাজমিস্ত্রী মা অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। ১৫ বছর বয়সেই বোলিং-এ ১৬০ গতির বড় বসিরহাটের এই কিশোরের। রকট রঞ্জির টানে বাবা-মা দুজনেই দিল্লিতে পরীয়ায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। নুন আসতে পান্ডা ফুবানোর পরিবারে ৫ বছর বয়সে বাবা মায়ের কর্মসূত্রে দিল্লিতে যায় রোহিত। সেখানে ক্রিকেট

খেলা দেখে আসক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ক্রিকেট খেলাকে ভালোবেসে বাবা মায়ের কাছে ক্রিকেট খেলা শেখার আবার জন্মায়। এভাবেই অল্পা ইচ্ছা শক্তি ও পরিশ্রমের ফলে রোহিত দিল্লিতে স্থানীয় ক্লাবে এক কোচের নজরে আসেন।রোহিত মন্ডল(রোহিতের বাবা মহাসিন মন্ডল হাওড়ায় নিয়ে চলতি মাসের ১০ তারিখ থেকে হায়দ্রাবাদে আয়োজিত টুর্নামেন্টে পারফরমেন্সে কড়াটা সারা ফেলতে পারে সেটাই লক্ষ্য। রোহিতের বাবা মহাসিন মন্ডল চান, ছেলে একদিন দেশের জার্সি গায়ে উঠুক, গ্যালারিতে দেশের পতাকা হাতে আগুনে বোলিং-এর পাশাপাশি মারকাটারি ঝোড়ো ইনিংস দেখতে চায়।

তৃণমূল বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ রেন্তুরাঁর মালিক

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ

অভিনেতা তথা তৃণমূল বিধায়ক

সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে রেন্তোরাঁয় মারধরের অভিযোগ নিয়ে এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হোটেল মালিক। রেন্তোরাঁ মালিক আনিসুল ইসলাম ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের হুমকির মুখে পড়ছেন বলে অভিযোগ আনিসুলের আইনজীবীর দাবি, তাঁর মক্কেল এবং পরিবারকে হুমকি দিচ্ছেন ওই জনপ্রতিনিধি। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও কাজ হয়নি। মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিংহ। আগামী শুক্রবার শুনানির সম্ভাবনা। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউ টাউনের এক রেন্তুরাঁর একটি ফ্লারে স্তুটিং করছিলেন সোহম। সেই সময়ই রেন্তুরাঁর সামনে স্তুটিং ইউনিটের গাড়ি রাখা নিয়ে সোহমের নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে বচসা বাধে ওই রেন্তুরাঁর মালিক আনিসুলের। তাঁর অভিযোগ, একটি পার্কিং খালি করতে বললে সোহমের

হাওড়ার হোটেলে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ জুন : হাওড়ার হোটেল যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। হাওড়ার গোলাবাটির রোজ মেরি সেনের একটি হোটেল থেকে ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। হুগলির শ্রীরামপুরের বাসিন্দা অমিত দাস মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই হোটেলের আনেন। বুধবার সকালে হোটেলের বর না খোলায় পুলিশকে খবর দেয় হোটেল কর্তৃপক্ষ। পুলিশ গিয়ে দরজা ভেঙে উদ্ধার করে অমিতের ঝুলন্ত দেহ। বাড়ি ছেড়ে কেন হোটেল এসে আত্মহত্যা? তা নিয়েই রহস্য দানা বেঁধেছে।

চাঁপদানীতে বরকে সঙ্গে নিয়ে দেশি বন্দুক বিক্রি করতে এসে পুলিশের হাতে গ্রেফতার

দূরন্ত বাতা, চাঁপদানী , ১২ জুন : বরকে সঙ্গে নিয়ে দেশি বংদুক বিক্রি করতে এসেছিল খুবু। কিন্তু তার আগেই পুলিশের হাতে গ্রেফতার। ঘটনাটি ঘটছে হুগলির ভদ্রেশ্বর থানা এলাকায়। জানা যাচ্ছে, পড়শি রাজ্য বিহার থেকে অস্ত্র বিক্রি করতে এসেছিল ওই দম্পতি। গোপন সূত্র মারফত পুলিশের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল, চাঁপদানি এলাকায় অস্ত্র কেনাবেচা হতে পারে। সেই মতো আগেভাগেই প্রস্তুতও ছিলেন পুলিশকর্মীরা। চঃদননগর পুলিশ কমিশনারেট সূত্রে খবর, মঙ্গলবার চাঁপদানী এলাকায় এক বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছিল। তাতেই ধরা পড়ে যায় খুবু।রাজবংশী ও তার স্বামী রাজু রাজবংশী। জানা যাচ্ছে, এই দম্পতির বাড়ি বিহারেই নওদা জেলায়। দেশি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ খুবু ও রাজুকে পাকড়াও করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বিক্রি করতই বিহার



নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁর উপর চড়াও হন। আরও অভিযোগ, এর পর সোহমও তাকে মারধর করেন। তাকে ঘুষি মারা হয়। এমনকি, সোহম তাকে সজোরে লাথি মারেন বলেও অভিযোগ করেছেন আনিসুল। বিচারপতি অমৃতা সিংহা অনুমতি দিয়েছেন। রেন্তুরাঁ মালিকের অভিযোগ, থানা কোনও পদক্ষেপ করছে না। এই রেন্তুরাঁ কাণ্ডে লেগেছে রাজনীতির রং। সোহমের কীর্তির নিন্দা করেছেন তারই দলের সাংসদ

দেব। সোহমের ক্ষমা চাওয়া উচি। এদিকে দেবের এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন মদন মিত্র। তিনি বলেছিলেন, দেনকে আমি অনুরোধ করব, তুমি সিনেমায় ছিলে তো! সিনেমায় তুমি এক নক্ষত্র। আস্তে আস্তে সিনেমা ছেড়ে রাজনীতিতে তোমার পদক্ষেপটি বেঁধে দিয়ে যাচ্ছে। এতে তোমারও ক্ষতি, বাংলারও ক্ষতি। সোহমকে কিছু বলার দরকার হলে দল আছে, সঙ্গদীয় দল আছে, কের কবীট আছে, অভিযেক আছে, মমতা আছে।

লোকসভায় তৃনমূলের আসন ২৯, লোকসভার ফলে চাঙ্গা তৃণমূল

দূরন্ত বার্তা,কলকাতা, ১২ জুন : লোকসভায় তৃনমূলের আসন ২৯, লোকসভার ফলে চাঙ্গা তৃণমূল। ফল বেরোনোর পর বাঙালির প্রথম বড় উৎসব জমাই ষষ্ঠী। তাই সেলিব্রেশন হলো ভবানীপুরে। ৬২ পল্লি পুরো প্রাঙ্গণে বুধবার স্পেশাল ২৯ জোড়া মেয়ে জমাই বরণ করলেন পুরোদস্তর শশুরের ভূমিকা থাকা মদন মিত্র ও তৃনমূলের নব নির্বাচিত সাংসদ তথা অভিনেত্রী রচনা ব্যানার্জী। মূলত যাদের আলাদা করে জমাইঘষ্টি পালন করার সামর্থ্য নেই সেই সমস্ত দৃ ঃস্থ পরিবারের প্রতি নিয়ে পালন করা হলো জমাইঘষ্টির অনুষ্ঠান। সোহমের ঘটনায় সোহমের পাশে দাঁড়ালেন না অভিনেত্রী রচনা ব্যানার্জি নবনির্বাচিত সাংসদ হওয়ার পরে এই প্রথমবার রাজনৈতিক বক্তব্য রচনার। সোহম যা করেছে সেটা তার নিজের বিষয় প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা ভাবনা-চিন্তা থাকে। দেব এবং সোহমকে নিয়ে মদন মিত্র যে মন্তব্য করেছিলেন সেই মন্তব্য থেকে বিরত থাকলেন মদন মিত্র ক্ষমা ও চাইলেন সেই মন্তব্যের জন্য।

চাঁপদানীতে বরকে সঙ্গে নিয়ে দেশি বন্দুক বিক্রি করতে এসে পুলিশের হাতে গ্রেফতার

থেকে হুগলিতে এসেছিল দম্পতি। শুধু এই দম্পতিকেই নয়, ভদ্রেশ্বর থানা এলাকায় মঙ্গলবার অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে আরও দুই



জনকে। অপর দুই ধৃতের নাম প্রতাপ রাজবংশী ও প্রকাশ রাজভর। সব মিলিয়ে মোট চারজনকে মঙ্গলবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে চারটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র। ধৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের যথাযথ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বুধবার

পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানায় পুলিশ। এই ঘটনার সঙ্গে আরও কারা কারা জড়িত, সে বিষয়টিও খতিয়ে দেখছেন পুলিশকর্মীরা। বিহার থেকে আনা এই আগ্নেয়াস্ত্র কোথায় বিক্রি করার প্ল্যানিং ছিল, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পুলিশ অভিযানে এই সাকলের বিষয়ে চঃদননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি জানান, বিহার থেকে দু’জন অস্ত্র নিয়ে আসছে চাঁপদানীতে, সেই খবর ছিল পুলিশের কাছে। ভদ্রেশ্বরের পুলিশ টিম চারজনকে পাকড়াও করে। দু’জন বিহারে বাসিঃদা এবং বাকি দু’জন স্থানীয় বাসিঃদা। ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

এক পক্ষ কাল ব্যাপী জয়নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জয়চন্ডী মায়ের রূপ পরিবর্তন উৎসব চলছে জয়নগরে

দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১২ জুন : জয়নগরের ধ্বস্তরী কালীমায়ের এক পক্ষকাল ব্যাপী রূপ পরিবর্তন ও মেলা শেষ হবার পরে জয়নগরের আরেক অধিষ্ঠাত্রী দেবী জয়চন্ডী মায়ের একে পক্ষ কাল ব্যাপী রূপ পরিবর্তন উৎসব শুরু হয়েছে গত শুক্রবার থেকে।এই দেবীর নাম অনুসারে এই জয়নগরের নামকরন হয়েছে।ইতিহাস থেকে জানা যায়,দেবী স্বপ্নাদেশে বলেন,আমি দেবী জযাচন্ডী!এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ,তুই আমাকে এখানে প্রতিষ্ঠা কর ,তোর মঙ্গল হবে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি বকুল গাছের তলায় তাঁর মূলের নিচে প্রত্যাদেশ মতো খনন করতেই দেবী মায়ের পাশায় ময়ী মূর্তি এবং একটি প্রস্তর খণ্ড এ বকুল গাছের কাঁট দিয়ে মা জযাচন্ডী ,যে নারের সন্তান যুগ্মরূপেছে জয়নগর শহরের নাম। যশোর জেলার বিক্রপপুর থেকে সপরিবারে গঙ্গাসাধুর সঙ্গমে স্নান করার উদ্দেশ্যে আদিগঙ্গা পথে গুনানন্দ মতিলাল যাত্রা শুরু করে ছিলেন। গুনানন্দ মতিলাল প্রখ্যাত মতিলাল বংশের আদি পুরুষ। আদি গঙ্গা পথে যখন সন্ধ্যাকালে গঙ্গার পশ্চিম কূলে নৌকা নোঙ্গর করেন ,যে স্থানটি রাজার গঙ্গা (যা বর্তমানে মতিলাল গঙ্গা) নামে পরিচিত ছিল। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় বিশ্রামের উদ্দেশ্যে ক্লান্ত হয়ে গুনানন্দের চোখ ঘুমে বুজে আসে । হঠা তিনি দেখতে পান গভীর জঙ্গলের মধ্যে আলো- আধারিতে যেন এক অপরূপা সুন্দরী স্ত্রী বালিকা কলসী করে জল কাঁধে নিয়ে বনপথে চলছে অপর ছন্দে । গুনানন্দ অধীর আগ্রহে নৌকা থেকে তড়িৎভি করে নেমে বনের মধ্যে বালিকা কলসী করে জল কাঁধে নিয়ে বনপথে চলছে অপর ছন্দে । গুনানন্দ অধীর আগ্রহে নৌকা থেকে তড়িৎভি করে নেমে বনের মধ্যে বজায় ছিল। সুন্দরবনে সেই সময় জলোচ্ছাস ও বন্যায় জয়নগরের আদি সভ্যতা লুপ্ত হয়ে যায়। এই জলোচ্ছাসের কিছু আগে রাজা

নীলকন্ঠ মতিলাল পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে রনক্ষেপে দেহ রাখেন । বড় ভাই নীলকন্ঠ মতিলালের মৃত্যুর পর ছোট ভাই ভবানীনাথ মতিলাল পূর্ভগীজ জলদস্যু গজলোর কাছে জলযুদ্ধ ও রনপথ নির্মাণ করেছেন ।পরে রায়নগরের রাজা বিভূতি শেখর ও তাঁর ছেলে রঞ্জিা রায়ের নৌ সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন ।১৫৯৪ সালে সু দ্রবরন জল প্রাণিত হলে রায়নগর প্রভৃতি স্থান জনশূন্য হয়ে যায়। এ সময় গুনানন্দের পূর্ব পুরুষগন জযাচন্ডীকে প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায় । তার ১০০ বছর পরে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে জঙ্গলাকীর্ণ সু দ্রবরন তথা জয়নগরে নৌকা যোগে আসার সময় স্বপ্নাদেশে মায়ের কৃপালাভ করে গভীর অরন্য মধ্য থেকে গুনানন্দ কুলদেবী মা জযাচন্ডীকে উদ্ধার করেন এবং গুনানন্দের প্রতিষ্ঠিত দেবী জযাচন্ডী তখন মাটির ঘরে ছিলেন । সেই সময় যশোর থেকে মায়ের সোভার কাজ করার জন্য পণ্ডিত পরিবারকে নিয়ে আসেন। বংশ পরম্পরায় আজও সেই পণ্ডিত পরিবার মায়ের সোভার কাজ করে যাচ্ছেন ।দেবী জযাচন্ডীর মন্দিরকে পাকা মন্দির নির্মাণ করে নেন তৎকালীন লোকোক্তার নামকরা স্থানীয় বংশীয় এক ব্যক্তি । পরবর্তী পর্যায়ে মন্দির সংস্কার , মন্দির সম্মুখস্থ চাঁদনী নির্মাণের কাজ প্রযাত জ্ঞানেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় শুরু করেন এবং তারও বেশ কয়েক বছর বাদে অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে স্বর্গীয় নিতাইর মন্দিরালের অর্থানুকূলে স্বর্গীয় শ্যামাদাস ঘটকের তত্ত্বাবধানে কাজ শেষ হয় বলে জানা যায়। বর্তমানে মন্দিরের বহু সঙ্স্কার হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত ব‌র্ভা‌র্ভা‌

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৯৩ সংখ্যা, বৃহস্পতি, ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

বাঙালি শিল্পপতি রাজেন্দ্ৰ

কলকাতা চিড়িয়াখানায় স্থাপত্য নির্মাণের কাজ করছেন কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ব্র্যাডফোর্ড লেসলি সাহেব। একটি দূরে নীরবে দাঁড়িয়ে তিনি লেসলির কাজ দেখছিলেন। তবে লেসলি সাহেব সেদিন কিছুতেই মিস্ট্রিদের বোঝাতে পারছিলেন না কিভাবে কাজটা করতে হচ্ছে। মিস্ত্রিরাও সাহেবের প্ল্যান বাস্তবে রূপ দিতে পারছেন না। লেসলি ক্রমেই অধৈর্য, বিরক্ত হয়ে উঠছেন। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এলেন বঙ্গসন্তান রাজেন্দ্রনাথ। তিনি রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুছেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। কাজটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। স্যার আপনি কেবল এইখানের নকশাটা একটি চেষ্টে করে দিন, মিস্ত্রিরা সহজেই করতে পারবে। মূল স্থাপত্যের কোনও পরিবর্তন হবে না। লেসলির অনুমতি নিয়ে রাজেন্দ্ৰ মুখার্জি নতুন নকশা বুঝিয়ে দিলেন মিস্ট্রিদের। সহজেই কাজ হয়ে গেল। সাহেব খুশি হয়ে বললেন, বাহ! সে কি কাজ করে? রাজেন্দ্রনাথ বললেন, ঠিকাদার করতে চান তবে অর্থের অভাব আছে। লেসলি বললেন তিনি পলতা জল প্রকল্পের কাজের জন্য ভাল ইঞ্জিনিয়ার খুঁজছেন সে কি ওই কাজ করবে? ব্র্যাডফোর্ডের সুপারিশে কলকাতা পুরসভার পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস নির্মাণের ঠিকাদার পেয়ে রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ব্রিটিশদের শুধু তাক লাগিয়ে দিলেন না, ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে দিলেন। লেসলির অনুকুলে পেয়েছিলেন জীবনের প্রথম পরীক্ষা দানের সুযোগ। এরপরে আর খেমে থাকেননি। ব্যবসাবিধূত বলে বাঙালির যে অপদাদ আছে সেই কলঙ্ক স্যার রাজেন্দ্রনাথ মোচন করেছেন তার জীবন ও সাধনা দিয়ে। সার রাজেন্দ্রনাথ এক্ষাণে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার অন্যদিকে নির্ভরযোগ্য ঠিকাদার হয়ে উঠলেন। জীবন শুরু করেছিলেন এক অনাথ উপকাক্ষমে ১৫টাকা মাইনের শিক্ষকতা দিয়ে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের ভাবনায় স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জির জন্ম ১৮৫৪ সালের ২৩ জুন। অল্প বয়সে বাবাকে হারাতে হয়। মা জননী তাঁকে বড় করে তোলেন। সেই সময় শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্লাস হতে প্রেসিডেন্সির ক্যাম্পাসে। শৈশবের বিপর্যয় কাটিয়ে মেধার জোরে সুযোগ পেলেন সেখানে। পলতার পরে ক্রমেই বাংলার বাইরে এলাহাবাদ, আগ্রা, মিরাট, নৈনিতাল, বেনারসে কাজের কন্টাক্ট পান। রাজেন্দ্রনাথের কাজে নেপুণ্য ও কুশলতার জন্য অনেক ইংরেজ সাহেব তার সঙ্গে কোম্পানির করার প্রস্তাব দেন। ১৮৯২ সালে মার্টিন সাহেবের সঙ্গে তৈরি করলেন ‘মার্টিন এন্ড কোং’। পরে মার্টিন বার্ন কোম্পানি স্থাপন করে আন্তর্জাতিক স্তরে বিপুল সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। একসময় ব্র্যাডফোর্ড লেসলির সুপারিশে কলকাতা পুরসভার পলতা ও ওয়াটার ওয়ার্কস নির্মাণের ঠিকাদারি পেয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে এসেছিলেন। নীলরতন সরকারের দি ন্যাশনাল ট্যানারি দুর্দশাপ্রস্ত হলে মার্টিন কোম্পানির পরিচালনার ভার গ্রহণ করে।

কবিগুরুর শেষ কটা দিন

১৯৪১ সালে জীবনের শেষ দিনগুলোয় অসুখে ভুগছিলেন কবি। সারা জীবন চিকিৎসকের কাঁচ থেকে নিজকে বাঁচিয়েছেন, এবার বুঝি আর তা সম্ভব নয়। হ্রেমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি চলছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। শান্তিনিকেতনে ছিলেন তখন। এরই মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ বেশ কিছু গল্প লিখেছেন। সেগুলো পড়ে দারুণ আনন্দ পেলেন কবি। বললেন, আরও লিখতে। অবন ঠাকুর রানী চন্দ্রকে গল্প বলে যান, রানী চন্দ সে গল্প শুনে লিখে ফেলেন। তারই কিছু আবার কয়েক হাওয়া হলো রবীন্দ্রনাথকে। তিনি পড়লেন, হাসলেন এবং কাঁদলেন। রানী চন্দ এই প্রথম এমন করে রবিঠাকুরের চোখ থেকে জল পড়তে দেখলেন। রানী চন্দ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয়ভাজন, শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থী ও চিত্রশিল্পী এবং রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব অনিল চন্দ্রের স্ত্রী। চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচারের কথাই বললেন। রবীন্দ্রনাথের তাতে মত নেই। তিনি বললেন, ‘মানুষকে তো মরতেই হবে একদিন। একভাবে না একভাবে এই শরীরের শেষ হতে হবে তো, তা এমনি করেই হোক না শেষ। মিথ্যে এটাকে কাটাকুটি হেঁড়াহেঁড়ি করার কি প্রয়োজন?’ কিন্তু যে যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন তিনি, তার উপশমের জন্য দেহে অস্ত্রোপচার করতেই হবে; এই হলো চিকিৎসকদের মত। আর সেটা করতে হলে শান্তিনিকেতনকে বিদায় জানিয়ে চলে আসতে হবে কলকাতায়। তাই শেষবারের মতো শান্তিনিকেতন ছাড়লেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৫শে জুলাই বেলা তিনটা ১৫ মিনিটে রবীন্দ্রনাথ এলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। খবরটা গোপন রাখায় স্টেশনে কিংবা বাড়িতে ভিড় ছিল না। পুরোনো বাড়ির দোতলায় ‘পাথরের ঘর’-এ তিনি উঠলেন। স্ট্রোচার করে সোতলায় নিতে হলো তাঁকে। ২৬শে জুলাই রবিঠাকুর ছিলেন প্রফুল্ল। ৮০ বছরের খুড়ো রবীন্দ্রনাথ আর ৭০ বছর বয়সী ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ অতীত দিনের নানা কথা স্মরণ করলেন। হাসলেন প্রাণথুলে। ২৭শে জুলাই সকালে রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে বললেন একটি কবিতা, টুকে নিলেন রানী চন্দ। কবিতাটির প্রথম কয়েকটি পঙ্‌ক্তি হলো “প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল সন্তার নতুন আবির্ভাবে, কে তুমি, মেলে নি উত্তর।’ ৩০শে জুলাই ঠিক হয়েছিল তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার হবে। কিন্তু সেটা তাঁকে জানাতে দেওয়া হয়নি। তিনি ছেলে রথীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কবে অপারেশন হবে?’ তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি/বিচিত্র ছন্দানাজলে।’ হে ছন্দানামরী।’ এই আগস্ট ডা. নীলরতন সরকার বিধান রায়কে নিয়ে এলেন। ৭ আগস্ট ছিল ২২ শ্রাবণ। দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে তা একেবারে থেমে গেল।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারণ করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে অর্জন করার সম্ভব হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব



ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা তার সন্তানদের জ্ঞান চক্ষু দান করে থাকেন। তিনি আছেন বলে জগত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিণী। তিনি শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে পারে। তিনি আছেন বলেই শত্রুকে বিনাশ করা সম্ভব হয়। তিনি

স্বাধীন বাংলাদেশ গড়তে পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য

রবীন্দ্ৰ কুমার শীল

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতকে বাংলাদেশের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক তৈরি করেছেন। বাংলাদেশ সব সময়ে ভারতের পাশে রয়েছে সেটা স্বীকার করে নিয়েছেন শেখ হাসিনা। তৃতীয়বারের জন্য নরেন্দ্ৰ মোদি প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণের জন্য নয়াদিল্লিতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি মোদির সঙ্গে দেখা করেছেন এবং পাশাপাশি রাছল এবং সনিয়া গান্ধির সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শহবাজ মোদিকে কোনও অভিনন্দন জানাননি। পরে চাপে পড়ে এক্স হ্যাণ্ডলে দায়সাড়া গোছের অভিনন্দন বার্তা দেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীও দায়সাড়া করে পাক শুভেচ্ছা গ্রহণ করেছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের তিক্ততা যে পর্যায়ের ছিল তাই থাকলো। কাম্বোজে জঙ্গি হামলায় সাত জনের মৃত্যুর পর পাক অভিনন্দন জানালো মোদিকে। ফলে ভারত এটাকে সহজভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। স্বাধীন বাংলাদেশ গড়তে বাঙালি সাংবাদিকদের ভূমিকাকে একেবারে অস্বীকার করলে চলবে না। সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে খবর সংগ্রহ থেকে শুরু করে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থন করে তাঁরা ক্রমাগত প্রচারের কাজ করে গিয়েছিলেন। বহু সাংবাদিক আবার সীমান্ত পার হয়ে গিয়ে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনুসন্ধান করে খবর দিতে থাকে। বাংলাদেশের শরণার্থীদের দুর্দশার খবর প্রকাশ পেতে থাকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সংবাদপত্রে। বলা যেতে পারে সেনা বাহিনীর মতো বাঙালি সাংবাদিকেরা কলম নিয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করেছিল পশ্চিমী পাকিস্তান সেনাদের বিরুদ্ধে। যে সব সাংবাদিকেরা সেই সময়ে দিনরাত জেগে খবরে পশ্চিমী পাকিস্তানের অত্যাচারের কথাকে খবর আকারে প্রকাশ করতে শুরু করে ছিল তা বিশ্ব খবরে পরিণত হতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল বিবিসি থেকে শুরু করে ভয়েস অব আমেরিকা। তারাও পাকিস্তান সেনাদের অত্যাচারের খবর এবং সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশের শরণার্থীদের কথা ফলাও করে প্রকাশ করতে থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে সাংবাদিক শঙ্কর দাশগুপ্ত তাঁর রচিত ‘বাংলাদেশের সঙ্গে অবিস্মরণীয় কিছু দিন’



জটিল হচ্ছে আর আমার ওপর চাপ বাড়ছে।’’ (স্মৃতি সন্ধ্যা, পৃষ্ঠা-১২) পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকেরা সেদিন কিন্তু ভালো করে ঘুমাতো পারেনি। চোখের পাতা কে এক ররতে পারেনি। সব সময়ে খবর সংগ্রহ করার দিকে নজর রাখতে শুরু করছিল। সাংবাদিক শঙ্কর দাশগুপ্ত আরও লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিমি শাসকদের দমননীতির উত্তোরস্তর বেড়ে চলে, ব্যাপক ধর পাকড শুরু হল স্বাধীনতাকামীদের বিরূহে দমন। শাসক দলের অনুকূলে এক তরফা প্রচার। প্রকৃত অবস্থার যেটুকু খবর পাচ্ছি তা মূলত বিবিসি আর ভয়েস অব আমেরিকার-র সম্প্রচারে। তাই দিয়ে কর্তৃপক্ষের চাটখাড়া মোতামের চেষ্টা করছি। ঢাকা বেতারে ভারত বিরোধী প্রচার শুরুতে শুনতে

এক-এক বার মনে হত রেডিযো স্টেটগুলিকে তুলে আছাড় মারি। করাচি বেতার কেন্দ্রের খবর শুনে মনে হত পূর্ব পাকিস্তান স্বর্গ রাজ্য চলছে, কোথাও কোনও অশান্তি নেই।’’ এই রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছিল পশ্চিমী পাকিস্তানের রাষ্ট্র নেতারা। তারা নিরীহ নাগরিকদের ও পরে হত্যালীলা সংঘটিত করতে শুরু করে দিয়েছিল। বিশেষ করে যারা হিন্দু ছিল তাদের ও পরে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার নেমে আসে। কাফের হিন্দু নিধন যজ্ঞ শুরু করে দিল পাকিস্তানের সেনোরা। সাংবাদিক শঙ্কর দাশগুপ্ত লিখেছেন যে পঁচিশে মার্চ কালরাত্রি। ঢাকার বেতার কেন্দ্র তখন বলতে গেলে মৃত। বিদেশি বেতার থেকে বিক্ষিপ্ত

সংবাদ এসে পৌঁছাল ঢাকায় সেনা নেমেছে গুরুত্বপূর্ণ সব স্থানের দখল নিয়েছে। পরিস্থিতি থমথমে। শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি, ঢাকার রমনা ময়দানে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার জেরে। ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সাল। সারা বিশ্ব জনল আগের রাতে ঢাকায় কী ঘটছে। অসংখ্য লার্শ ঢাকার রাস্তায়, ঘাটে, বিশ্ববিদ্যালয়ে। পাক বাহিনী কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঢাকাকে শাসানে পরিণত করে দিয়েছে। ঢাকা এখন মুতু্যপূর্ণ।। কিন্তু ঢাকা বেতারের নিছক রুটিন খবর- ‘বিরোধীদের দমন করা হয়েছে। পরিস্থিতি কর্তৃ পক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন’। ২৮ মার্চ সাংবাদিক শঙ্কর দাশগুপ্তকে জানালো হল কলকাতায় চলে যেতে হবে। কলকাতার আকাশবাণীর স্টুডিযো মূলত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বাংলা মনিটর ইউনিট চালু করা হচ্ছে। তার দায়িত্ব তাঁকেই গ্রহণ করতে

বারাণসী কড়চা : কাশীর গঙ্গার মাহাত্ম্য ও বিভিন্ন ঘাটের ইতিবৃত্ত

প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যেমন, গঙ্গা মহাসভা - গঙ্গার প্রতি নিবেদিত একটি ভারতীয় সংগঠন, যা ১৯০৫ সালে মদন মোহেন মালভাভিয়ার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দীর্ঘ সংগ্রামের পর ব্রিটিশ ভারত ৫ নভেম্বর ১৯১৪-এ গঙ্গা মহাসভায় সম্মত হয়, এই বলে যে গঙ্গার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ হিন্দুদের প্রাথমিক অধিকার।

দিনটি ভারতের ইতিহাসে অভিরাল গঙ্গা সমরোহা দিবস (নিরবচ্ছিন্ন গঙ্গা প্রবাহ চুক্তি দিবস) হিসাবে পরিচিত। চুক্তিটি ১৯ ডিসেম্বর ১৯১৬-এ অস্তিত্বে এসেছিল, যা ১৯১৬ সালের চুক্তি নামে পরিচিত। চুক্তির পরিবর্তা স্বাধীনতার পরে ভারতের রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারগুলি সংরক্ষণ করেনা, যদিও এটি আইনত বৈধ। সেচ ব্যবহারের জন্য নদীর জলকে আরও বেশি করে ভাইভাট করা হচ্ছে, যা দূষণ ও স্ট্রেন্ডেজ বাড়িয়ে তুলছে। ১৯৮৫ সালের জুন মাসে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী দ্বারা গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান (GAP) চালু করা হয়ে। যার মধ্যে ২৫টি শহর কে যুক্ত করা হয়ে উত্তর প্রদেশে ৬টি, বিহারে ৪টি এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৫টি); ৮৬২.৫৯ কোটি টাকা খরচ হয়ে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গাংহ্য় পয়ঃনিষ্কাশনকে আটকানো, উভিভারশন এবং শোখনেরমাধ্যমে পানির গুণমান উন্নত করা এবং চিহ্নিত দূষণগুলি ইউনিট থেকে বিমুক্ত ও শিল্প রাসায়নিক বর্জ্য নদীতে প্রবেশ করা রোধ করা। এত কিছু প্রকল্পের পরেও গঙ্গার জলের শুদ্ধতা নিয়ে আজও কন নিবারণ দেখা যাচ্ছে না। তার কারণ সাধারণ মানুষ। তাকে সচেতন হতে হবে। নদী কে নিজের মতন করে বইতে দিন। নিজের মত করে বাচতে দিন। তবেই উদযাপিত হবে আপনা গঙ্গা পনহা।

বিদেহ শুরু হয়ে গিয়েছে। আওয়ামি লিগ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস নয়। আওয়ামি লিগের মতো বাঙালিরাও জাতীয়তাবাদের বিশ্বাসী নয়। এমনকী সেখানে শেখ মুজিবুর রহমান না জিয়ায়ুর রহমান কে আসল জাতির জনক তা নিয়ে সেই সময়ে বাংলাদেশে বেশ সরগরম। বাঙালি সাংবাদিকেরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করলেও তার মধ্যে গিয়ে কাজ করতে শুরু করেছিল। ১৯৯২ সালে ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার দিন বাংলাদেশের শাসক দল এবং জামায়েত উম্মাতায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল মন্দিরগুলি ইণ্ডিয়ান এরালাইপের অফিস। ভারতীয় হাইকমিশনের মূল্যবান গ্রন্থাগারটিকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির অফিস পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা তখন মনে করতেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ভারতের যোগযোগ রয়েছে। সেই সময়ে জোর করে একটি গাড়িতে তুলে দিয়ে বলা হলো জোরশে চালিয়ে দিতে। গাড়ির চালক জানতে পারলো না আরোহী কে? এর ফলে সেই সময়ে সাংবাদিক শঙ্কর বাবুর জীবনটা রক্ষা পেয়েছিল। বাংলার সাংবাদিক প্রতিমা ঘোষ তাঁর কিছু ‘স্মৃতি, কিছু সাদা-কালো ছবি’ প্রবন্ধে লিখেছেন, “১৯৭১ সালে ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসেছিলেন। তাঁকে হট্টাৎ করে ফিরে যেতে হয়েছিল- সেই সময়ে পাকিস্তানের হট্টাৎ আক্রমণের পরে পুরোপুরি বড়োরকমের যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় l...১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে ইন্দিরা গান্ধী ও শেখ মুজিবুর রহমানে নৈশভোজ ও বক্তৃতা হয়েছিল কলকাতার রাজভবনে। যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছিল কলকাতা থেকেই।’’ বাঙালি সাংবাদিক সনৎ মুখার্জি তখন আগরতলায়। তিনি তাঁর রচিত ‘ আগরতলায় ১৯৭১ -এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ’ প্রবন্ধে লিখছেন, “বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ত্রিপুরার মানুষ সেখানকার অগণিত শরণার্থীদের দূ-হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানিয়েছিলো।’’ একটি হিসাব থেকে জানা যায়, সেই সময়ে ১৫.৫৬ লক্ষ জনসংখ্যার রাজ্য ত্রিপুরায় ১৬ লক্ষের বেশি পূর্ববঙ্গীয় আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৯৭১-এর জুন মাসে পরিস্থিতি ঘারালো হয়ে উঠলে, ‘ডিসনিউজ’ এবং ‘লাইফ’ সময়ে চারটি বিদেশি সংবাদসংস্থার চার

সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধিদল ভয়াবহ শরণার্থী সমস্যা বিষয়ে খোঁজখবর করার জন্য আগরতলায় আসেন। এছাড়াও, বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর বীরত্বপূর্ণক ভূমিকা নিয়েও তাঁরা ঘটনাস্থল থেকে প্রতিবেদন পাঠানোর উদ্দেশ্যে এসেছিলেন l...১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষ দিক থেকে, ঠিক ২৫ মার্চ থেকে পাকিস্তানি সামরিক জুট্টা তাদের কু খ্যাত ‘অপারেশন সানলাইট’ অভিযান শুরু করে। এই রক্তাক্ত অভিযানে তারা নির্দয়ভাবে বহু শিক্ষক, ছাত্র, পুলিশ, সেনাকর্মী, পঞ্চাচারী, রিকশাওয়াল্লা-সহ জাত, ধর্ম ও লিঙ্গ নির্বিশেষে শত শত নিরীহ মানুষকে হত্যা করে।’’ সাংবাদিক বিবেকানন্দ রায় তাঁর রচিত ‘আকাশবাণী ও বাংলাদেশের গঙ্গা’ প্রবন্ধে লিখেছেন, “ সংবাদ বিভাগ রাত ১০ টা ১৫ মিনিটের এক নিউজ রিল অনুষ্ঠান ‘সংবাদ বিচিত্রা’ সম্প্রচার করত।’’ এই সম্প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন উপেন তরফদার এবং তাঁর সহযোগী শেখর গুপ্ত। সব এডিটর হিসাবে কাজ করতেন নির্মল সেনগুপ্ত। সেরা সাংবাদিক ছিলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সংবাদ শোনার জন্য সেই সময়ে কলকাতার শ্রোতারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতো। ১৯৭২ সালে সাংবাদিক দেবদুলালকে পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছিল। কলকাতায় ইন্দ্রা গান্ধী রাজভবন সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন। ইন্দিরা গান্ধির হাতে একটি কাগজ তুলে দেওয়ার দ্বিই আর তিনি অপেক্ষা না করে প্রহৃত সাংবাদিক বৈঠক থেকে বের হয়ে যেতে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর বার্মা বলে উঠলেন, “ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে।’’ প্রতিক্রমা বিভাগের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (সিপিআরও) ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামের কর্ণেল রিথি। তিনি পাকিস্তানি সেনা আত্মসমর্পণের মুক্ত যশোরে সাংবাদিকদের একটি দলকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সাংবাদিক বরণ সেনগুপ্তও বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ নিয়ে বহু সংবাদ প্রকাশ করেছেন। তিনি ‘ওয়ার কেরেসপন্ডেন্ট’ ছিলেন। পাকিস্তানের বাঙালিরা না থাকলে বা স্বাধীন বাংলাদেশকে সমর্থন না করলে কোনওকালে স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরি হতে পারতো না। তবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের কথা বই মনে চলতেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিতে বুঝিয়ে ছিলেন বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে পারলে ভারতের লাভ রয়েছে।

আসামের ‘লোক’ ও ‘ঐতিহ্য’

জয়দেব দাস, কাশী পূর্ব প্রকাশের পর

এমন সফলতার কার্যকারণ ওই কৃষিনির্ভরতার মধ্যে নিহিত। কেননা বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটলেও কৃষিকাজ এখনও বর্তমান, কৃষির সঙ্গে যুক্ত-বিযুক্ত প্রজন্মের শেকড় ওই ব্যবস্থায় প্রোথিত এবং এই প্রক্রিয়া এখনও সমূলে উৎপাটিত হয়নি। সমাজ ও সংস্কৃতি একই ধারার যমজ সন্তান। সেদিক থেকে লোকঐতিহ্যকে পরিচয় দেওয়া লোকঐতিহ্যের প্রতিভূ তথা অভিজ্ঞান বলা যায়। লোকঐতিহ্যের ব্যাপ্তি বিশ্বময়। অসম এই বিশ্বজনীন প্রবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন জাতি-জনজাতির বাসভূমি এ রাজ্যের সকল জনগোষ্ঠীর রয়েছে। অসম এই বিশ্বজনীন প্রবাহের প্রতি নেত্রপাত করা জরুরি। কারণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জাণ-মননের নানা লুপ্ত-গুপ্ত তথ্য উদ্ধার করার অবকাশ রয়েছে। প্রসঙ্গত, এক্ষেত্রে নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক পটভূমি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। তা না-হলে নেপথ্যের সত্যকে উন্মোচিত করা কঠিন। কথাটি স্মরণে রাখার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা রয়েছে ‘আসামের নির্বাচিত লোক ঐতিহ্য’ গ্রন্থে। প্রকাশক ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন, কোলকাতা। লেখক সর্বজিৎ দাস। সর্বজিত দাস, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচরের অন্তর্গত নিলামবাজার কলেজের বাংলা বিভাগীয় প্রধান। জন্ম ১৯৭৯ সালে। অসমের করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজারের বিদ্যালয়গ্রামে। গোঁহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলা ভাষা সাহিত্যে-স্নাতকোত্তর; আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর থেকে এম. ফিল ও পিএইচ. ডি। আগ্রহের বি ব ষ - য -

লোকসংস্কৃতি-লোকসাহিত্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘বরাক উপত্যকার ব্রতকথায় নারী পরিসর’। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সম্পাদিত গ্রন্থে

প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা অনধিক পঁচিশ। বাঙালির আনন্দ বাদ্যযন্ত্র বাদনে অভ্যাসরত। ‘আসামের নির্বাচিত লোক ঐতিহ্য’ গ্রন্থ, অসমের সাংস্কৃতিক ভা্ডার বৈচিত্র্যে-বৈভিমে ভরপুর। সমস্ত বিষয়কে একত্র করে দুই মলাটের মধ্যে আনতে গেলের গভীর অধ্যবসায় দরকার। অলসের মাজা ভাঙা কলমে কেবল বাহাইকৃত আটটি নিবন্ধকে প্রছন্দ পরানো গেল। বইয়ের একটি নিবন্ধ ছাড়া বাকিগুলো ইউজিসি স্বীকৃত গবেষণা পত্রিকা ‘ক্রিয়েট্রিক’ ও ২০১৫, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ খ্রিঃ সাংস্কৃতিক পত্রা-পরস্পরা। নিরাসক্তভাবে ওগুলোর প্রতি নেত্রপাত করা জরুরি। কারণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জাণ-মননের নানা লুপ্ত-গুপ্ত তথ্য উদ্ধার করার অবকাশ রয়েছে। প্রসঙ্গত, এক্ষেত্রে নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক পটভূমি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। তা না-হলে নেপথ্যের সত্যকে উন্মোচিত করা কঠিন। কথাটি স্মরণে রাখার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা রয়েছে ‘আসামের নির্বাচিত লোক ঐতিহ্য’ গ্রন্থে। প্রকাশক ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন, কোলকাতা। লেখক সর্বজিৎ দাস। সর্বজিত দাস, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচরের অন্তর্গত নিলামবাজার কলেজের বাংলা বিভাগীয় প্রধান। জন্ম ১৯৭৯ সালে। অসমের করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজারের বিদ্যালয়গ্রামে। গোঁহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলা ভাষা সাহিত্যে-স্নাতকোত্তর; আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর থেকে এম. ফিল ও পিএইচ. ডি। আগ্রহের বি ব ষ - য -

লোকসংস্কৃতি-লোকসাহিত্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘বরাক উপত্যকার ব্রতকথায় নারী পরিসর’। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সম্পাদিত গ্রন্থে

প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা অনধিক পঁচিশ। বাঙালির আনন্দ বাদ্যযন্ত্র বাদনে অভ্যাসরত। ‘আসামের নির্বাচিত লোক ঐতিহ্য’ গ্রন্থ, অসমের সাংস্কৃতিক ভাডার বৈচিত্র্যে-বৈভিমে ভরপুর। সমস্ত বিষয়কে একত্র করে দুই মলাটের মধ্যে আনতে গেলের গভীর অধ্যবসায় দরকার। অলসের মাজা ভাঙা কলমে কেবল বাহাইকৃত আটটি নিবন্ধকে প্রছন্দ পরানো গেল। বইয়ের একটি নিবন্ধ ছাড়া বাকিগুলো ইউজিসি স্বীকৃত গবেষণা পত্রিকা ‘ক্রিয়েট্রিক’ ও ২০১৫, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ খ্রিঃ সাংস্কৃতিক পত্রা-পরস্পরা। নিরাসক্তভাবে ওগুলোর প্রতি নেত্রপাত করা জরুরি। কারণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জাণ-মননের নানা লুপ্ত-গুপ্ত তথ্য উদ্ধার করার অবকাশ রয়েছে। প্রসঙ্গত, এক্ষেত্রে নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক পটভূমি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। তা না-হলে নেপথ্যের সত্যকে উন্মোচিত করা কঠিন। কথাটি স্মরণে রাখার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা রয়েছে ‘আসামের নির্বাচিত লোক ঐতিহ্য’ গ্রন্থে। প্রকাশক ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন, কোলকাতা। লেখক সর্বজিৎ দাস। সর্বজিত দাস, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচরের অন্তর্গত নিলামবাজার কলেজের বাংলা বিভাগীয় প্রধান। জন্ম ১৯৭৯ সালে। অসমের করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজারের বিদ্যালয়গ্রামে। গোঁহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলা ভাষা সাহিত্যে-স্নাতকোত্তর; আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর থেকে এম. ফিল ও পিএইচ. ডি। আগ্রহের বি ব ষ - য -

লোকসংস্কৃতি-লোকসাহিত্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘বরাক উপত্যকার ব্রতকথায় নারী পরিসর’। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সম্পাদিত গ্রন্থে

প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা অনধিক পঁচিশ। বাঙালির আনন্দ বাদ্যযন্ত্র বাদনে অভ্যাসরত। ‘আসামের নির্বাচিত লোক ঐতিহ্য’ গ্রন্থ, অসমের সাংস্কৃতিক ভাডার বৈচিত্র্যে-বৈভিমে ভরপুর। সমস্ত বিষয়কে একত্র করে দুই মলাটের মধ্যে আনতে গেলের গভীর অধ্যবসায় দরকার। অলসের মাজা ভাঙা কলমে কেবল বাহাইকৃত আটটি নিবন্ধকে প্রছন্দ পরানো গেল। বইয়ের একটি নিবন্ধ ছাড়া বাকিগুলো ইউজিসি স্বীকৃত গবেষণা পত্রিকা ‘ক্রিয়েট্রিক’ ও ২০১৫, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ খ্রিঃ সাংস্কৃতিক পত্রা-পরস্পরা। নিরাসক্তভাবে ওগুলোর প্রতি নেত্রপাত করা জরুরি। কারণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জাণ-মননের নানা লুপ্ত-গুপ্ত তথ্য উদ্ধার করার অবকাশ রয়েছে। প্রসঙ্গত, এক্ষেত্রে নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক পটভূমি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। তা না-হলে নেপথ্যের সত্যকে উন্মোচিত করা কঠিন। কথাটি স্মরণে রাখার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা রয়েছে ‘আসামের নির্বাচিত লোক ঐতিহ্য’ গ্রন্থে। প্রকাশক ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন, কোলকাতা। লেখক সর্বজিৎ দাস। সর্বজিত দাস, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচরের অন্তর্গত নিলামবাজার কলেজের বাংলা বিভাগীয় প্রধান। জন্ম ১৯৭৯ সালে। অসমের করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজারের বিদ্যালয়গ্রামে। গোঁহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলা ভাষা সাহিত্যে-স্নাতকোত্তর; আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর থেকে এম. ফিল ও পিএইচ. ডি। আগ্রহের বি ব ষ - য -

লোকসংস্কৃতি-লোকসাহিত্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘বরাক উপত্যকার ব্রতকথায় নারী পরিসর’। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সম্পাদিত গ্রন্থে

প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা অনধিক পঁচিশ। বাঙালির আনন্দ বাদ্যযন্ত্র বাদনে অভ্যাসরত। ‘আসামের নির্বাচিত লোক ঐতিহ্য’ গ্রন্থ, অসমের সাংস্কৃতিক ভাডার বৈচিত্র্যে-বৈভিমে ভরপুর। সমস্ত বিষয়কে একত্র করে দুই মলাটের মধ্যে আনতে গেলের গভীর অধ্যবসায় দরকার। অলসের মাজা ভাঙা কলমে কেবল বাহাইকৃত আটটি নিবন্ধকে প্রছন্দ পরানো গেল। বইয়ের একটি নিবন্ধ ছাড়া বাকিগুলো ইউজিসি স্বীকৃত গবেষণা পত্রিকা ‘ক্রিয়েট্রিক’ ও ২০১৫, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ খ্রিঃ সাংস্কৃতিক পত্রা-পরস্পরা। নিরাসক্তভাবে ওগুলোর প্রতি নেত্রপাত করা জরুরি। কারণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জাণ-মননের নানা লুপ্ত-গুপ্ত তথ্য উদ্ধার করার অবকাশ রয়েছে। প্রসঙ্গত, এক্ষেত্রে নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক পটভূমি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। তা না-হলে নেপথ্যের সত্যকে উন্মোচিত করা কঠিন। কথাটি স্মরণে রাখার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা রয়েছে ‘আসামের নির্বাচিত লোক ঐতিহ্য’ গ্রন্থে। প্রকাশক ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন, কোলকাতা। লেখক সর্বজিৎ দাস। সর্বজিত দাস, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচরের অন্তর্গত নিলামবাজার কলেজের বাংলা বিভাগীয় প্রধান। জন্ম ১৯৭৯ সালে। অসমের করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজারের বিদ্যালয়গ্রামে। গোঁহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলা ভাষা সাহিত্যে-স্নাতকোত্তর; আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর থেকে এম. ফিল ও পিএইচ. ডি। আগ্রহের বি ব ষ - য -

লোকসংস্কৃতি-লোকসাহিত্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘বরাক উপত্যকার ব্রতকথায় নারী পরিসর’। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সম্পাদিত গ্রন্থে

প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা অনধিক পঁচিশ। বাঙালির আনন্দ বাদ্যযন্ত্র বাদনে অভ্যাসরত। ‘আসামের নির্বাচিত লোক ঐতিহ্য’ গ্রন্থ, অসমের সাংস্কৃতিক ভাডার বৈচিত্র্যে-বৈভিমে ভরপুর। সমস্ত বিষয়কে একত্র করে দুই মলাটের মধ্যে আনতে গেলের গভীর অধ্যবসায় দরকার। অলসের মাজা ভাঙা কলমে কেবল বাহাইকৃত আটটি নিবন্ধকে প্রছন্দ পরানো গেল। বইয়ের একটি নিবন্ধ ছাড়া বাকিগুলো ইউজিসি স্বীকৃত গবেষণা পত্রিকা ‘ক্রিয়েট্রিক’ ও ২০১৫, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ খ্রিঃ সাংস্কৃতিক পত্রা-পরস্পরা। নিরাসক্তভাবে ওগুলোর প্রতি নেত্রপাত করা জরুরি। কারণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জাণ-মননের নানা লুপ্ত-গুপ্ত তথ্য উদ্ধার করার অবকাশ রয়েছে। প্রসঙ্গত, এক্ষেত্রে নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক পটভূমি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। তা না-হলে নেপথ্যের সত্যকে উন্মোচিত করা কঠিন। কথাটি স্মরণে রাখার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা রয়েছে ‘আসামের নির্বাচিত লোক ঐতিহ্য’ গ্রন্থে। প্রকাশক ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন, কোলকাতা। লেখক সর্বজিৎ দাস। সর্বজিত দাস, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচরের অন্তর্গত নিলামবাজার কলেজের বাংলা বিভাগীয় প্রধান। জন্ম ১৯৭৯ সালে। অসমের করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজারের বিদ্যালয়গ্রামে। গোঁহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলা ভাষা সাহিত্যে-স্নাতকোত্তর; আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর থেকে এম. ফিল ও পিএইচ. ডি। আগ্রহের বি ব ষ - য -

লোকসংস্কৃতি-লোকসাহিত্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘বরাক উপত্যকার ব্রতকথায় নারী পরিসর’। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সম্পাদিত গ্রন্থে

দুরন্ত বার্তা

সুন্দরবনের জল- মাটির ক্রমবর্ধমান লবনাক্ত হওয়ার প্রবণতা আটকাতে রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা

কলকাতা , ১২ জুন : সুন্দরবনের জল- মাটির ক্রমবর্ধমান লবনাক্ত হওয়ার প্রবণতা আটকাতে রাজা সরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে একাধিক ঘূর্ণিঝড় ও ভারী বৃষ্টির কারণে নদীর নোনা জল গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করেছে। যে কারণে কৃষিকাজ ও মৎস্যচাষ ব্যাহত হয়েছে। বিপর্যস্ত হচ্ছে জনজীবন। এই প্রবণতা আটকাতে রাজ্যের সেচ দফতর ত্রিমুখী পরিকল্পনা নিচ্ছে। বিভাগীয় সচিব প্রভাত কুমার মিশ্র জানিয়েছেন সুন্দরবনের উত্তরাংশ থেকে মিষ্টি জলের সরবরাহ বাড়াতে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার সেচ খাল পলিমুক্ত করা হয়েছে। নোনা জলের ভ্যানমাই চিৎড়ির পরিবর্তে মিষ্টি জলের চিৎড়ি চায়ে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। জল ধরো জল ভরো প্রকল্পের আওতায় বৃষ্টির জল ধরে রাখার উপায়ুক্ত পরিকট্যামে তৈরি করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান। একই সঙ্গে বিশ্বব্যাকের আর্থিক সহায়তায় সুন্দরবনে মানপ্রশ্রোত সৃজনের জন্য যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তার মাধ্যমেও আগামী দিনে প্লাবনের আশঙ্কা কমবে। যা দীর্ঘমেয়াদী ভাবে সুন্দরবনকে লবন মুক্ত করতে সহায়ক হবে বলে সেচ সচিব আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, নতুন ভাবে নদীতে যে মাটির বাঁধ দেওয়া হচ্ছে তার উপর মানপ্রশ্রোত চারারোপ করা হচ্ছে। ফলে ওই বাঁধের জলধারণ ক্ষমতা অনেক বাড়ছে।

বাসন্তীতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত দুই, আহত একাধিক

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ১২ জুন : বুধবার জামাইষষ্ঠীর দিন মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা সুন্দরবনে। মৃত দুই। আহত বেশ কয়েকজন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, এদিন সুন্দরবনের বাসন্তী থানার আমবাড়ার জয়দেব পল্লীর কাছে একটি মালবোবাই মোটর ভ্যানের সাথে একটি যাত্রী বোবাই টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। টোটোটি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে যাত্রী নামাছিল। আর সেই সময় সামনের দিক থেকে আসা একটি মালবোবাই মোটরভান নিয়ন্ত্রন হারিয়ে টোটোয় ধাক্কা মারো। আর তাতে বেশ কয়েকজন টোটোর যাত্রী আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে বাসন্তী গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। আর আহত তিনজনের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বাসন্তী থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে মরনাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে।

মৃত্যু কোন্নগরের তরুণ বডি বিল্ডারের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১২ জুন : জিম সেরে বাড়ি ফেরার পথে গঙ্গায় ম্রান! চরম পরিণতি কোন্নগরের তরুণ বডি বিল্ডারের। ঘটনাটি ঘটেছে কোন্নগর বারোমন্দির ঘাটে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ। মৃত ওই যুবকের নাম ত্রৌনক গোস্বামী। বছর ২০-র ওই যুবক কোন্নগর আনন্দম্ন এলাকার বাসিন্দা। ঘটনায় বারোমন্দির ঘাটের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ জিম সেরে গঙ্গায় এক বন্ধুর সঙ্গে স্নান করতে এসেছিলেন ত্রৌনক। স্নান সেরে উঠে পরবর্তী সময়ে পা যোয়ার জন্য আরও জলে নেবে ছিলেন সেই সময়েই জলের শ্রোতে তলিয়ে যান ওই যুবক। সঙ্গে থাকা বন্ধু বাঁচানোর জন্য গামছা ছুড়লেও তা ধরতে পারেনি। তারপরই জলে তলিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে ডিক্জাস্টার ম্যানেজমেন্টের টিম ও কোন্নগর ফাঁড়ির পুলিশ এসে উপস্থিত হয়। বিপর্যয় মোকাবিলা দলের কিছুক্ষণ যোঁজাঝুজির পরই বারোমন্দির ঘাটের সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনার পর থেকে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা তারা নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কিছু বছর আগে পর্যন্ত বারোমন্দির ঘাটের সেকটি মেজারমন্দির স্বরূপ দাঁড়, টিউব ও লাইভ জ্যাকেট রাখা থাকতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেসব কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। স্থানীয়দের দাবি, যদি এই সমস্ত সরঞ্জাম থাকত তাহলে হয়তো আজ ছেলোটিকে বাঁচিয়ে নেওয়া যেত। ঘটনায় গভীর শোকের কথায় মৃত ওই যুবকের পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধবের মধ্যে। তার বন্ধুদের ছায়া, আগামী মাসেই বডি বিল্ডিং কম্পিটিশনে খেলতে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ত্রৌনক। বুধবার সকালে প্রতিদিনের মতো জিম করতে গিয়েছিল সে। গঙ্গা স্নান সেরে বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পরিণতি হল এমন মর্মান্তিক।

স্পেশাল ট্রেন গোরখপুর হয়ে দারভাঙ্গা থেকে ১৩ জুন ছাড়বে

গোরখপুর, ১২ জুনঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, রেলওয়ে প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছে ০৫৫৫৯ / ০৫৫৬০ দারভাঙ্গা-অমৃতসর-দারভাঙ্গা স্পেশাল ট্রেন গোরখপুর থেকে দারভাঙ্গা থেকে ১৩ জুন, ২০২৪ তারিখে এবং অমৃতসর থেকে ১৩ জুন, ২০২৪ তারিখে। এটি ০১ রাউন্ডের জন্য করা হবে। দরভাঙ্গায় ০৫৫৬০ অমৃতসর-দারভাঙ্গা বিশেষ ট্রেনের আগমনের সময় সরঞ্জাম করা হয়েছে। ০৫৫৫৯ দারভাঙ্গা-অমৃতসর স্পেশাল ট্রেনটি দরভাঙ্গা থেকে ১৩ জুন, ২০২৪-র ১০:০০ টায়, সমষ্টিপুর থেকে ২১.৫০ টায়, মুজাফ্ফরপুর থেকে ২২.৫৫ টায়, হাজিপুর থেকে ২৩.৫৫ টায়, ছাপড়া থেকে দ্বিতীয় দিন, ৬.৫০ মিনিটে দরভাঙ্গা থেকে ছাড়বে। ০৩.২৫ ঘট্টা, বস্তি থেকে ০৪.২৭ টায়, এটি গোন্ডা থেকে ০৫.২৭ টায়, সীতাপুর ০৭.৩৫ টায়, মোরাদাবাদ ১০.২৫ টায়, গাজিয়াবাদ ১৫.৩৫ টায়, দিল্লী ১৭.০৫ টায়, লুবা ২০ টায় ২০.৫ টায় জলন্ধর সিটি এ ২৩.৫৩ ঘট্টা এবং তৃতীয় দিনে ০১.২৫ টায় অমৃতসর পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৫৫৬০ অমৃতসর-দারভাঙ্গা স্পেশাল ট্রেনটি ১৫ জুন, ২০২৪ তারিখে অমৃতসর থেকে ০৪.২৫ ঘট্টা, জলন্ধর শহর থেকে ০৫.৩০ টায়, লুধিয়ানা থেকে ০৬.৪০ টায়, আম্বালা থেকে ০৮.৫৫ টায়, দিল্লি থেকে ০৮.৫৫ টায়, ২০.১ টায় অমৃতসর থেকে ছাড়বে। গাজিয়াবাদ ১০.৫৫ টায়, মোরাদাবাদ থেকে ১৫.৪০ টায়, সীতাপুর থেকে ২০.৩০ টায়, গোন্ডা থেকে ২২.৪৭ টায়, বাক্তি থেকে ২৩.৫২ টায়, দ্বিতীয় দিন গোরক্ষপুর থেকে ০১.১০ টায়, ছাপরা থেকে ০১.১০ টায় ছাড়বে। ০৬.৩৫ টায়, মুজাফ্ফরপুর থেকে ০৭.৩৫ টায় এবং সমষ্টিপুর থেকে ০৯.৩৫ টায় এবং সংশোধিত সময় অনুসারে ১১.০০ টায় দারভাঙ্গা পৌঁছাবে। এই গাড়িতে এসএমআরডি। ০২টি কে ক্লাস, ০২টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং ১৪টি দ্বিপুর ক্লাস কোচ সহ মোট ১৮টি কোচ স্থাপন করা হবে।

প্রথম জামাইষষ্ঠী হওয়ার কথা ছিল, স্নান করতে গিয়েই সব শেষ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১২ জুন : বুধবার রাজ্যের প্রায় সর্বত্র পালিত হচ্ছে জামাইষষ্ঠী। শশুরবাড়িতে জামাইদের আপ্যায়ন করার রীতি রয়েছে এই ষষ্ঠীতে। সদ্য বিয়ে করা কৃষকনগরের তাপস বিশ্বাসেরও এদিন শশুরবাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। প্রথমবার জামাইষষ্ঠী বলে কথা, তাই শশুরবাড়িতেও শুরু হয়েছিল তাড়োছোড়া। আয়োজনের কোনও খামতি ছিল না। কিন্তু জামাইষষ্ঠীতে যাওয়ার আগেই সব শেষ। স্নান করতে গিয়ে মৃত্যু হল যুবকের। জামাইষষ্ঠীর আগের দিনই বিদ্যুৎসংপত্তি হয়ে মৃত্যু হল তাপস বিশ্বাস নামে ওই যুবকের। বাড়ির টিউবওয়েলে স্নান করতে এসেছিলেন তিনি। কৃষকনগরের যুবকির বহুব্যার এলাকার ঘটনা। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে। ২৪ বছরের ওই যুবকের সদ্য বিয়ে হয়েছিল। তার আগেই এই মর্মান্তিক ঘটনা। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, ওই যুবকের বাড়িতে টিউবওয়েলের সিস্টেম মোট লাইনের সংযোগ ছিল। তাতেই কোনও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে করেই বাড়ি কারেন্ট হয়ে যায়। সেই সময়েই স্নান করার জন্য কল টিপতে যান ওই যুবক। তখনই বিদ্যুৎসংপ্ত হয়ে যান। যখন বাড়ির লোকজন বুঝতে পারেন, তৎক্ষণে যুবকের শরীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। অসুস্থ বুঝতে পারেনই তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় স্থলিভনের কাছে হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে মরনাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায় কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

অভিযান চালিয়ে লক্ষ টাকা আদায় রেলের

কলকাতা, ১২ জুন : পূর্ব রেল বিশেষ অভিযান চালিয়ে গত মাসে এক লক্ষের বেশি বিনা টিকিটে ভ্রমণকারী যাত্রীদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করেছে। এই সময়ে শিয়ালদহ, হাওড়া, আসানসোল ও মালদা এই চারটি ডিভিশনে এক লক্ষ ৮০ হাজার ৯০০ জন বিনা টিকিটের যাত্রীর কাছ থেকে জরিমানা বাদে ৭ কোটি ৫৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে বলে রেলের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

অনুত দুই প্রকল্পে একশো উনাচল্লিশ কোটি টাকার জল প্রকল্প বোলপুরে



দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১২ জুন : রাজ্য ও কেন্দ্র যৌথ উদ্যোগে অনুত ট্রা অর্থাৎ অটল জল মিশন প্রকল্পে বোলপুর বাসীদেব জল সমস্যার সমাধান হতে চলছে অচিরেই। এমনতেই জল কষ্ট। জল স্তর মাটির নিচে নেমে যাওয়ার ফলে গ্রীষ্মে জল কষ্টে ভুগতে হয় বোলপুরবাসীকে। সূত্রের খবর, সেই কষ্টের অসমান ঘটতে চলছে বছর দেড়েকের মধ্যেই। এই প্রকল্পের আওতায় বোলপুর পৌরসভা একমাস ধরে জেরকদমে জল প্রকল্প রূপায়ণের কাজ চালাচ্ছে। পৌরসভার বাইশটি ওয়ার্ডের এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মানুষ এর ফলে উপকৃত হবেন। ইতিমধ্যে সাইট্রিটি বোরিং

বিজেপি বিধায়কের বাড়ির সামনে সবুজ আবিরের জয় উচ্ছাস তৃণমূল নেতৃত্বের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১২ জুন : বিষ্ণু পুর লোকসভা পরাজিত হলেও রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ভালো ফল ও ইন্দ্রাস বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করায় বিজয় উৎসবে মেতে উঠলেন ইন্দ্রাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ববৃন্দরা, ইতিমধ্যে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়েছে রাজ্যে মোট ২৯ টি আসনে জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস বাঁকুড়া জেলায় একটি আসনে জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ওপর একটি আসন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে ৫৫৬৭ ভোটে জয়লাভ করেছে বিজেপি, অপরদিকে লোকসভা কেন্দ্র পরাজিত হলেও ইন্দ্রাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ হামিদেব নেতৃত্বে ইন্দ্রাস বিধানসভা এলাকা তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছে, আর সেই খুশিতেই ইন্দ্রাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ হামিদেনে নেতৃত্বে কুশমুড়ি গ্রামে সবুজ আবির মাথিয়ে এবং এলাকার মানুষকে মিষ্টিমুখ করিয়ে বিজয়



মিছিল করলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ববৃন্দরা। জানা যায় ইন্দ্রাস বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক নির্মল কুমার ধারা তিনি তার কুশমুড়ি গ্রামের ২২১ নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে পরাজিত হয়েছেন। তাই এবার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ববৃন্দরা খেয়েছে লাখি ব্যাং ভেঙ্গে এই গেল ঠ্যাং গান চালিয়ে বিধায়কের গ্রামে তার বাড়ির সামনে মিছিল করে সবুজ আবির মেখে তৃণমূল কংগ্রেস করলেন তৃণমূল নেতাকর্মীরা। এদিনের বিজয় মিছিল শেষে ইন্দ্রাস ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শেখ হামিদ

বলেন বিধায়কের পায়ের তলার মাটি নেই তার গ্রামের মানুষ তাকে চাইছে না তা ভোট প্রমাণ করে দিয়েছে। বিধায়ক তে বংশ এলাকায় উন্নয়ন করুন। তবে এ বিষয়ে ইন্দ্রানের বিবেপি বিধায়ক তিনি মুখ খুলতে রাজি হননি। এদিন উপস্থিত ছিলেন ইন্দ্রাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ হামিদ, চন্দন রক্ষিত, মোহাা নাসের আলী, আতাউল হক, প্রদীপ ঘোষ সহ ওই এলাকার একাধিক তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা, এদিনের বিজয় মিছিলটি সমগ্র এলাকা পরিক্রমা করে।

পথ কুকুরের চিংকারে প্রাণ বাঁচালো সদ্যজাতের, শ্মশানের জঙ্গল থেকে সদ্যজাতকে উদ্ধার করলো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ জুন : কেউ বা কারা একদিনের সদ্যজাত কে ফেলে গেছিল শ্মশানের জঙ্গলে। কুকুরের সাহায্যে সেই সদ্যজাতকে উদ্ধার করল পুলিশ। এক পথ কুকুর যেন সেই সদ্যজাতের নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল। শ্মশান কালী মন্দিরের পাশ থেকে গভীর রাত্রে এক সন্ধ্যাজাত শিশু সন্তানকে উদ্ধার করল মালদার ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার গভীর রাত্রে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার গভীর রাত্রে মশালদহ বাজারে জায়ে পেট্রোলিং ডিউটি করছিল ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশ। ডিউটি অফিসার হিমেবে কর্মরত ছিলেন এসএসআই জিতেন হালদার। মশালদহ বাজার রোড এলাকায় পেট্রোলিং ডিউটি করার সময় কুকুরের নড়াচড়াি শ্রুতে পান। মনে তার সন্দেহ হয়। কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার, সাথে সাথে যৌনিক থেকে আওয়াজ আসছিল সেখানে যান। গিয়েই চক্ষুচড়ক গাছ। দেখতে পান জঙ্গলে পড়ে রয়েছে এক

সদ্যজাত। সেখান থেকে তৎক্ষণাত তাকে উদ্ধার করা হয়। এরপরই ওই সদ্যজাত শিশু সন্তানকে মশালদহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পরে ওই শিশুকে মালদা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ওই শিশুটি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির তত্ত্বাবধানে রয়েছে বলে জানা গেছে। রাতেরে অন্ধকারে এলাকার ভালো- মন্দ মঙ্গলবার গভীর রাত্রে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার গভীর রাত্রে মশালদহ বাজারে জায়ে পেট্রোলিং ডিউটি করছিল ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশ। ডিউটি অফিসার হিমেবে কর্মরত ছিলেন এসএসআই জিতেন হালদার। মশালদহ বাজার রোড এলাকায় পেট্রোলিং ডিউটি করার সময় কুকুরের নড়াচড়াি শ্রুতে পান। মনে তার সন্দেহ হয়। কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার, সাথে সাথে যৌনিক থেকে আওয়াজ আসছিল সেখানে যান। গিয়েই চক্ষুচড়ক গাছ। দেখতে পান জঙ্গলে পড়ে রয়েছে এক

পোলবায নিটের রেজাল্ট বের হতেই আর দেখা মিলছে না ছেলের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১২ জুন : চোখে ভান্ডার হওয়ার স্বপ্ন। বিগত ২ বছর ধরে টানা পরিক্ষা মা বলছে, ছেলে তো ঘর থেকেই বের হতো না। সারাদিন বই মুখে পড়ে থাকতো। স্কুলেও শুরু থেকে ফার্স্ট হয়ে আসছে। মক টেস্টেও দারুণ ফল। কিন্তু, নিটের রেজাল্ট বের হতেই আর দেখা মিলছে না ছেলের। পরিবার সূত্রে খবর, নিটের রেজাল্ট দেখা যায়, ৭২০ তে ১০৩ পেয়েছে পোলবার উচাই গ্রামের বাসিন্দা সুজয় ও দীপালি বাগের একমাত্র ছেলে সৌদীপ বাগ। তারপর থেকেই রোপাতা সৌদীপ। গ্রামের লোকেরাও অনেক যোঁজাঝুঁজি করে দেখা না পেলে শেষে পুলিশের দ্বারস্থ হয় পরিবারে

নিত সৌদীপ। মক টেস্টেও পায় ভাল নম্বর। শেষ মক টেস্টে ৭২০ এর মধ্যে ৬৭০ পেয়েছিল। সেই ছেলে কিভাবে মূল পরীক্ষায় এত মক পায় তা ভবে উঠতে পারছে না পরিবারের লোকজন। সৌদীপের পিসতুতো দাদা ইন্দুজিৎ তো আবার নিটে দুদীতির অভিযোগ প্রসঙ্গেও সরব হয়েছেন। তিনি বলছেন, ও তো ছোট্টা থেকেই খুব মেধাধারী। এর যা খেতে ছিল তাতে কোনওভাবে এত খারাপ ফল হতে পারে না। এবার তো শুনছি নিটের ফলে অনেক দুদীতি হচ্ছে। জানি না ঠিক কী থেকে কী হয়েছে। ভান্ডারি পড়ার আশায় জল পড়তেই ও বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে গেছে।

রোগীমৃত্যু, রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ধুন্ধুমার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১২ জুন : এক রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। মৃত্যার নাম সামিনা বিবি। বছর সাতাশের ওই মহিলার বাড়ি রামপুরহাট থানার সৈপুর গ্রামে। বুধবার সকালে কর্তব্যরত চিকিৎসককে সামনে হাজির করার দাবিতে মৃত্যার পাড়ার জনা বিশেক লোক হাসপাতালের এম এস ডিপি পলশ দাসের অফিস ঘেরাও করে এবং মৃত্যার পরিবার পর ফের আসার কথা জানিয়ে যায়। বিষয়টি পুলিশ প্রশাসন ছাড়াও রোগী কল্যাণ সমিতির য়োরম্যান আশীষ বন্দ্যোপাধ্যাকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়। এম এস ডিপি পলশ দাস বলেন, রিপোর্ট সব কিছু ঠিক থাকা সত্বেও রোগীর মৃত্যু খুবই দুঃখজনক। তবে, কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ ভিত্তিহীন। রোগী রাত তিনটো একত্রিশে ভর্তি হওয়ার পর চিকিৎসা হয়। পরদিন সকালে চিকিৎসা হয়। দুপুরে চিকিৎসা হয়। চিকিৎসকদের ডিজিটিং নোট আছে। আরেকটি

ইন্ডিগো আরও তিনটি রুটে বিমান চালাবে

কলকাতা , ১২ জুন : বেসরকারি বিমান সংস্থা ইন্ডিগো বর্ধমানের অভ্যন্তের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর থেকে আন্তর্দেশীয় আরও তিনটি রুটে বিমান চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ৬০ আগষ্ট থেকে এই বিমানবন্দর থেকে সপ্তাহে সাতদিন ভুবনেশ্বর, সোম, বুধ, শুক্র ও রবি এই চারদিন বাগডোগরা ও তিনদিন গুয়াহাটির মধ্যে বিমান পরিষেবা পাওয়া যাবে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

স্বামীর খারালো অস্ত্রের আঘাতে মৃত স্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১২ জুন : স্বামীর খারালো অস্ত্রের আঘাতে মর্মান্তিকভাবে খুন হলেন স্ত্রী! তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের নাটবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চারালজানি এলাকার ঘটনা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। মৃত ওই মহিলার নাম মালতি নারায়ন (৪৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মৃত্যু ওই মহিলার স্বামী মালসিক ভারসামাহীনা এদিন সকালে মৃত মহিলার স্বামী নব কুমার নারায়ন বাজার থেকে বাড়িতে মাংস নিয়ে আসেন। স্বামী- স্ত্রী দুজনেই সেই মাংস পরিষ্কার করছিলেন। সেই সময় সেখানেই হঠাৎ মালতি নারায়ণের উপর খারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে স্বামী নব কুমার নারায়ন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয.তার স্ত্রীরা পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটিকে উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ।

ষষ্ঠী পূজোর ভিড় নলহাটিতে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১২ জুন : ষষ্ঠী পূজো উ পলক্ষ্যে গ্রামের ষষ্ঠীতলায় মেয়েদের ভিড়। ১২ জুন বুধবার সকাল সাতটা থেকে শুরু হয় রামপুরহাট এক ও নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের বংশাল এবং তদ্রূপর গ্রাম সহ আরো একাধিক গ্রামে। অনেকেই গ্রামের বট ও অশুখ গাছে এই ষষ্ঠী পূজো করে ও মেয়ে ব্রতকথা শ্রবণ করে। শাসুরি মায়েরা মেয়ে, জামাইয়ের ও সন্তান - সন্ততিদের মঙ্গল কামনায় এই পূজো করে। এই ষষ্ঠী পূজোকে অনেকে জামাইষষ্ঠী ও অরণ্য ষষ্ঠী বলে থাকেন। জামাই ষষ্ঠী আসলে একটি লোকায়িত পূজা। মা ষষ্ঠী আসলে সন্তান সন্ততি দেবী। জ্যোতী মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে এই পূজো হয়। এই পূজো উপলক্ষ্যে ষষ্ঠীতলায় পূজো ও ব্রতকথা শোনার জন্য ভিড় জমিয়েছেন ধর্মপ্রাণ মানুষ।

প্রাথমিক স্কুলে এসি বসল, কামাই নেই পড়ুয়াদের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১২ জুন : নিয়ম করে স্কুলে যান শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কিন্তু পড়ুয়ারা আসে না। এটাই এ রাজ্যের বহু প্রাথমিক স্কুলের চেনা ছবি। এই ছবিতে বাল্য আনতে এবার হবিবপুরের দোহার পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাসরমে বসল এসি। পোড়া গায়ে শরীর জ্বড়োতে যদি স্কুলে আসে ছোটরা, তাহলেও কিছুটা অন্তত শোশোনো যায় তাদের। এতে ফলও মিলেছে বলে দাবি এই স্কুলের শিক্ষিকাদের। স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর সরকার জানান, এই প্রবল দাবাহে এবার অনেক আলোই স্কুলে ছুটি পড়ে যায়। স্কুল বেগোনি পরেও গরমের তীব্রতা কমেনি। বহু অভিভাবকই এই গরমে ছোটদের স্কুলে পাঠানছেন না। অনেকের মতে ছোটরাও খেলে বেড়াচ্ছে, কিন্তু স্কুলে আসতে চাইছে না। এই পরিস্থিতিতেই ক্লাসঘরে এসি বসানোর চিন্তাভাবনা মাথায় আসে তাদের। তিনি বলেন, পড়ুয়াদের স্কুলে ফেরানো যাবে কী করে, এই নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েই আমরা স্কুলের শিক্ষক- শিক্ষিকারা বসে আলোচনা করে এসি বসানোর কথা ভাবি। তারপরেই আমরা পঞ্চায়েতের বসে কথা বলি। কথা বলি ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টরের সঙ্গে। তাদের অনুমতি নিয়েই স্কুলের ক্লাসঘরে এসি বসানো হয়। স্কুলের জন্য যে কাঁচ আসে তার সঙ্গে আমরা শিক্ষক- শিক্ষিকারাও হাত মিলিয়ে এসি ব্যবস্থা করি। নিদ্রুদের বিলি করে দেবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বারো মাস তো আর এসি চালাব না। ইদানিং এতটাই তীব্র গরম পড়েছে যে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলমুখ হচ্ছে না। এসি চলবে এক মাস। বাড়তি এসি বিদ্যালয়ের শিক্ষক- শিক্ষিকাদের নিজেদের অর্থ থেকেই মেটানো হবে।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে শিলিগুড়িতে র্যালি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ জুন : বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষ্যে শিলিগুড়িতে র্যালি। বর্তমান সময়ে সমাজে শিশুশ্রম মানে এক অভিশপ। পেটের দায়ে অনেক শিশুর্াই এখন কাজের পথ বেছে নিয়েছি। তবে শৈশব হলো খেলাধুলার ও পড়াশোনার। তবে তাদেরই শৈশবকে কেড়ে নিচ্ছে কিছু স্বার্থায়েমী মানুষ। সমাজে এই ধরনের মানুষের দেখা মেলে প্রচুর। সামান্য মূল্যে অধিক পরিশ্রম করিয়ে শিশুদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে একশ্রেণীর এই মানুষগুলি। অবিলম্বে এই শিশুশ্রম নামক অভিশাপ সমাজ থেকে মুক্ত হোক, এই বার্তা দিতে শহরে শিলিগুড়ি মহিলা থানা ও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে একটি সচেতনতামূলক র্যালি বের করা হয় যা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

জামাইষষ্ঠীর বাজার জমেছে পটল চমচম, আনারসের মিষ্টি-তে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ জুন : জামাইষষ্ঠী, পঞ্চ বাঞ্ছন দিয়ে জামাইকে আপ্যায়ন করার দিন। এই বিশেষ দিনে জামাইরা কজি ভূবিয়ে শশুরবাড়িতে খানাপানি করে আসেন। তবে যতই বড় বড় পের রান্না হোক না কেন মিষ্টি ছাড়া কিন্তু জামাইষষ্ঠী বৃথা। এই বিশেষ দিনে জামাইরা শশুরবাড়িতে রকমারি মিষ্টি নিয়ে যেতে ভালোবাসেন। অপরদিকে শশুরবাড়ি থেকেও জামাইদের জন্য রকমারি মিষ্টি কেনা হয়ে থাকে। জামাইষষ্ঠী মিষ্টি ছাড়া যেন বোনান। শিলিগুড়ির বিভিন্ন মিষ্টির দোকান গুলিতে এদিন দেখা গেল ক্রেতাদের উপচে পড়ছে ভিড়। জামাই ষষ্ঠী তাই জামাইরা সেরকম শশুরবাড়ির জন্য মিষ্টি নিতে এসেছেন সেই রকমই শশুর-শাশুড়িরাও জামাইয়ের জন্য মিষ্টি নিয়েছেন। জামাই বাবা জীবনের জন্য তার পছন্দের রসগোল্লা কিংবা মালাই চমাচ অথবা কাঁচাগোল্লা। শিলিগুড়ির একটি মিষ্টির দোকান এদিন দেখা গেল রকমারি জামাইষষ্ঠী উপলক্ষ্যে তারা ৬৫ রকমের মিষ্টি বানিয়েছেন বলে জানানো। ভালেই বিক্রি হচ্ছে

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আদায়ক বিভাগ্তি
 সিনিয়র ডিভিসনাল কর্মশীল্য ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১০১ নির্মলিখিত কার্ডের জন্য ই-অকশন আহ্বান করুন। কাজের নামঃ ০৫ বার্ষিক সমষ্টিমীর জন্য রেল মিডিয়াম, হাওড়া স্টেশনের নিকটে কেবলমাত্র ৫-৪ইলার ইন্ড এবং ৬-৪ইলার ইন্ড-৭র জন্য ইডি চার্জি সুবিধা এবং পার্কিং সুবিধার সৌজি আপ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষনের জন্য চুক্তি পরিমাণ। আরও বিস্তারিত বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে ই-অকশন লিঙ্কিং বক্সেউল্লের লিঙ্কwww.irps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ক্যাটালগ নংঃ পার্ক-এইডব্লুএইচ-ইডি-৩-আর
লট নং. এবং ক্যাটেগরিঃ এএএএএএ-এইডব্লুএইচ-এইডব্লুএইচ-ইডিসি-৬-২৪-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ইডি চার্জিং স্টেশন)। স্টেশনের নামঃ রেল মিডিয়াম, হাওড়া স্টেশনের নিকটে। অকশন শুদ্ধর তারিখ এবং সময়ঃ ২৫.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১১ টা।
HHW-110/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.irps.gov.in - ৫৫ ডিগ্রি ভিজি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রবিবার ট্রেন চলাচলে বিশেষ ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা পরিচালিত সিন্ডি সার্ভিসেস (প্রিমিটরি) **পরীক্ষা, ২০২৪-এর প্রাথমিক প্রস্তাভিত ভিডি সামাল দিয়ে ১৬.০৩.২০২৪ (রবিবার) তারিখ সকাল ০৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত** যাত্রা গুরুত ভিত্তিতে) সকল ইএমইউ লোকাল ট্রেন সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলির মতো চলাবে।

শিলিগালা রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেডার

ই-টেকার রিভল্ডিং নং পিসিএএএ/ডিউএএএ/টিপি/২০২৪/২১. তারিখ ১২.০৬.২০২৪। প্রিদিপাল চিফ মেনেজারসাল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সের দরগ কালিগ (৫ম তল), নিউ অ্যান্ডারস্ট্রেটসিএই বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিড রোড, কলকাতা-৭০০০৪৪ সারদার গুলিটির বড়তে ওয়েবসাইট**www.irps.gov.in**-তে আপনাদের ওয়েব নির্মলিখিত সাস্টাইনিব্লি জন্য ওপেন ই-টেকার আহ্বান করুন। সলল টেকার পুরন ২টায় বহু হবে। **ক্রম ১, টেকার নং : ৪১২৪১০৩৭৮** **সমষ্টিগু বিবরণ :** দন-আ্যসকেল এল টাইপ কম্পোনিন কেকরইতাদি। **পরিমাণ : ১০০০০টি**। **খোলার তারিখ : ১০.০৬.২০২৪** **ক্রম ২, টেকার নং** **আইই২৪৫৩৭৬৮৮** **সমষ্টিগু বিবরণ :** আ্যসকির (ন্যারোজ) ক্লাস-ই। **পরিমাণ : ২০০০০**। **খোলার তারিখ : ২৪.০৬.২০২৪** **ক্রম ৩, টেকার নং** **আই২৪৫৩৭৬৮৮** **সমষ্টিগু বিবরণ :** আ্যসকির (ন্যারোজ) ক্লাস-ই। **পরিমাণ : ২০০০০**। **খোলার তারিখ : ২৪.০৬.২০২৪** **ক্রম ৪, টেকার নং** **আইই২৪৫৩৭৬৮৮** **সমষ্টিগু বি**



দেশের আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বংস করে দিয়েছ তোমরা! আক্রাম

নিউ ইয়র্ক, ১২ জুন: চলতি টি ২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের পারফরম্যান্স অসম্মান্য নয়। তারা গত ম্যাচে ভারতের কাছে জেতা ম্যাচ হারের পরে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের প্রায় সবাই হতাশ বর্তমান দলের পারফরম্যান্সে। এর আগে মুখ খুলেছিলেন সলমন বাট, রামিজ রাজারা। এবার সমালোচনায় সবাইকে টেকা দিলেন ওয়াসিম আক্রাম। বিশ্বকাপের মধ্যে ধারাবাহ্য দিতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, “আমি হতাশ বললে ভুল বলা হবে, বলা উচিত আমি পাক দলের কর্ম নিয়ে বিরক্ত। দলের ক্রিকেটাররা দেশের মানুষের আবেগ নিয়ে একেবারে ছিনিমিনি খেলছে।” এক সম্প্রদায় চ্যানেল আক্রাম আলোচনা করছিলেন নভজ্যোৎ সিং সিধুর সঙ্গে। সেই আলাপচারিতায় আক্রাম বলেন, “আমি জানি না এটা কী হচ্ছে। কী খেলতে চাইছে দল, আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না। দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সর্বনাশ করে দিয়েছে জেলেরা। এই দলের কেউ কারও সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না। আমাদের দলের যে দীর্ঘ একটা ইতিহাস রয়েছে, ওরা কি সেটা জানে না?” আক্রাম আরও বলেন, “সিধু ভাই দেখো, আমরা এই কথা যদি ভুলিলা হতে যায়, তা হলে হোক। আমি অনেক এই দলের ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়িয়েছি, আর কিছু ভাল লাগছে না। একটা গোটা দেশের আবেগের সঙ্গে খেলছি। সবকিছুর একটা সীমা রয়েছে।” আক্রাম বলেছেন, “এই দলের ক্রিকেটারদের খেলা শোখানোর কোনও বিষয় নেই। কিলার ইন্সটিঙ্কট এগুলি ভেতর থেকে আসে, বলে কিছু হয় না।”

‘বেআইনিভাবে কাতারের গোল’ ক্ষতিপূরণের দাবি এআইএফএফ-এর



নয়াদিল্লি, ১২ জুন: মঙ্গলবার রাত থেকে ক্ষুব্ধ ভারতের ফুটবলপ্রেমীরা। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পূর্বের সেই ম্যাচে কাতারের কাছে ১-২ গোলে হেরেছে ভারত। প্রতিযোগিতা থেকে বাদ গিয়েছে তারা। সেই ম্যাচে রেফারির একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক বাড়ছে। সেই সিদ্ধান্ত মানতে পারছে না সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ)। ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা (ফিফা)-কে চিঠি লিখে হস্তক্ষেপ দাবি করেছে তারা। চার জায়গায় প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারত। সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার সভাপতি কল্যাণ চৌবে বলেন, “এআইএফএফ সব সময় চায় খেলোয়াড়ি মনোভাব বজায় থাকুক। টিকটাক ভাবে নিয়ম পালন করা হোক। কাতার ম্যাচের পরে আমরা এআইএফএফ-এর চিফ রেফারিং অফিসারের সঙ্গে আলোচনা করে ফিফা হেড অফ কোয়ালিফায়ার্স, এএফসি হেড অফ রেফারিস, এএফসি হেড অফ কম্পিটিশনস ও ভারত-কাতার ম্যাচের কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। যে ভুলের জন্য

ভারত বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পূর্ব থেকে ছিটকে গেল, সেই ভুল খতিয়ে দেখার অনুরোধ করা হয়েছে।” ফুটবলের নিয়ম মেনে খেলা হোক সেটা চায় এআইএফএফ। তাই এ ক্ষেত্রে চুপ করে বসে থাকতে পারছে না তারা। কল্যাণ আরও বলেন, “বিশ্বকাপ ও এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পূর্বের ম্যাচে কাতারের কাছে হার ভারতের গোটা ফুটবল মহলের কাছে হতাশাজনক। হার-জিত খেলারই অঙ্গ। আমরা সেটা সম্মানের সঙ্গে মেনে নিই। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে যে দু’টি গোল হয়েছে, তার মধ্যে একটি গোল অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।” ভারতের সঙ্গে অন্যা্য হয়ে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলেও দাবি করেছেন কল্যাণ। বিবৃতিতে তিনি বলেন, “আমরা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেছি। অন্যা্য হয়ে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও অনুরোধ করা হয়েছে। আশা করছি খেলার মর্যাদা বজায় রাখতে ফিফা ও এএফসি যথাযথ পদক্ষেপ করবে।” লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের কবা গোলে কাতারের বিরুদ্ধে ম্যাচের ৭৩ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে ছিল ভারত। ৭৩ মিনিটে কাতারের হয়ে সমতা ফেরান ইউসুফ আহমেদ। ভারতের গোলরক্ষক গুরুপ্রীত বর্গ ধরতে গিয়ে ফল্গুন। বল গোল লাইনের বাইরে বেরিয়ে যায়। সেখান থেকে বল টেনে নিয়ে ভিতরে ঢোকান কাতারের ফুটবলার। গোল করেন আহমেদ। গোলের পর কাতারের ফুটবলারদের দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় তারাও ভাবেননি এটি গোল দেওয়া হবে। কিন্তু রেফারি কিনা উঠে সাং সবাইকে অবাক করে দিয়ে গোল দিয়েছেন। দুই লাইনম্যান কাং ডং হো এবং চিনিচ জিন হিও কার্যত চোখ বুজে থাকেন। অবাক ভারতীয় ফুটবলাররা মাঠেই প্রতিবাদ জানান। কোনও লাভ হয়নি। রেফারির এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ভারতীয় দলের কোচ হাবি প্তিমাচ ও অধিনায়ক গুরুপ্রীত সিংহ সান্দু। ফেডারেশনও যে বিষয়টি হালকা ভাবে দেখছে না তা জানিয়ে দিলেন কল্যাণ।

মেসির আঙিনায় উত্তাপ ছড়াচ্ছে ক্রিকেট বিশ্বকাপ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

“আমরা যাইনি ম’রে আজো-
তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়।” গত বছরের জুলাইয়ে জীবনানন্দ দাশের কবিতার এই লাইনটির মতো অমর এক দৃশ্যের জন্ম দিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। সেদিন মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) নিজের অভিষেকে মেসি যখন বদলি হিসেবে মাঠে নামার জন্য বুটের ফিতা বাঁধছিলেন, তখন স্ট্যান্ড থেকে দৃশ্যটি মুঠোফোনের ক্যামেরায় বন্দী করে রাখছিলেন বাস্কেটবল কিংবদন্তি লেবন জেমস ও টেনিস কিংবদন্তি সেরেনা উইলিয়ামসসহ যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়াঙ্গণের মহাতারকারা। দৃশ্যের ভেতর তৈরি

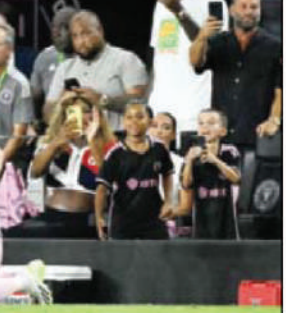
কোহলি ব্যাট হাতে মাঠে নামার সময় মেসি-জেমস-সেরেনারা কি কোহলির ছবি তুলতে গিয়ে ২২ জুলাইয়ের মতো আরেকটি দৃশ্যের জন্ম দেননি? কোহলি, অনেকের কাছে যিনি ক্রিকেটের মেসি। রেকর্ড বা পরিসংখ্যানের দিক থেকেও আধুনিক গ্রেটদের ওপরের দিকেই তর্কাতর্কাবে থাকবে কোহলির নাম। ক্রিকেটের সেই মহানতম খেলোয়াড়কে দেখতে ভিডি করতেই পারেন মেসি-সেরেনারা! বিশেষ করে মেসির কথাই বলতে হয়। যেহেতু তার শহরে খেলা, অন্য একটি খেলার কিংবদন্তিকে দেখতে তিনি তো আসতেই পারেন, নাকি? বাস্তবতা অবশ্য ভিন্ন। এতটাই যে কল্লিত এই দৃশ্যটি অনেকের কাছে

দল সেই ‘দুঃখভাত’ প্রকল্পেরই অংশ। বাদের জন্য অংশগ্রহণই শেষ কথা। কারণ যা-ই হোক, বাস্তবতা হচ্ছে ক্রিকেটের পরিসর খুঁই সীমিত। তাই বৈশ্বিক জনপ্রিয়তার নিরিখে মেসির বাস্কেটবল দেখতে যাওয়ার সম্ভাবনা ভেতটা প্রবল, ক্রিকেট দেখতে যাওয়ার সম্ভাবনা ততটাই কম। এর বাইরে আরও একদরনের বাস্তবতা আছে। সেটি হচ্ছে ফুটবলার বাস্তবতা। কোহলির ক্লেরিভা মাঠতে যাবেন, তখন মেসির ফুটবল নিয়ে বাস্তবা থাকবে তুঙ্গ। ভারত-কানাডা ম্যাচের দিনই মেসির আর্জেন্টিনার হয়ে কোপা আমেরিকার প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন গুয়াতেমালার বিপক্ষে। আর এর বাইরে ২১ জুন শুরু হতে যাওয়া

দেখতে হাজির হয়ে যাওয়ার কথা কেউ চাহিলে তো ভাবতেই পারেন। তেমনটা হলে সেটা ক্রিকেটের জন্যই বড়সড় এক ঘটনা হয়ে থাকবে। মেসিকে নিজেদের খেলায় পাওয়ার খুব একটা সম্ভাবনা না থাকলেও মেসির শহরে খেলা বলে হয়তো বাড়তি উচ্ছ্বাস বোধ করতে পারেন কোহলি-বাবররা। কে জানে, মেসি তাদের দেখতে না এলেও, খেলা বা অনুশীলনের ফাঁকে সুযোগ পেলে তাঁরা নিজেরাই চলে যেতে পারেন মেসিকে দেখতে। কাছাকাছি সময় এবং কাছাকাছি মাঠে একই সময়ে জাতীয় দলের হয়ে ম্যাচ খেলবেন মেসিরা। ব্যাট-বলে মিললে মেসির খেলা দেখতে কোহলি-বাবররা যেতেও পারেন। মেসির



হওয়া এই দৃশ্য সেদিন স্টেডিয়ামজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল অস্বস্তি। এক বিহ্বলতা। যন্ত্রোৎসাহবান্ধবের ধারণ করা সেই বিহ্বলতা পরে অন্তর্জালের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল ফুটবল-বিশ্বে। সেদিন জেমস-সেরেনাদের মেসির ছবি তোলায় দৃশ্যটি সাধারণ কোনো দৃশ্য ছিল না। সেটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়াঙ্গণের পালাবদলের একটি প্রতীকী ছবি। এর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়াঙ্গণে ক্রমেই হয়ে উঠেছে মেসিময়। টিকিট বিক্রি থেকে পৃষ্ঠপোষকদের আগ্রহ-সব জায়গাতেই পড়েছে মেসির আগমনের প্রভাব। জনপ্রিয়তায় পিছিয়ে থাকা ফুটবলও এর পর থেকে টক্কর দিচ্ছে বাস্কেটবল-সেবলের মতো তুমুল জনপ্রিয় খেলাগুলোর সঙ্গে। একজন ব্যক্তির প্রভাবে একটি দেশের খেলার জগতের এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন খেলোয়াড়ের ইতিহাসেই বিরল ঘটনা। এই দৃশ্যের মতো করেই এবার আরেকটি দৃশ্য কল্পনা করা যাক, যে দুশার্টির দেখা মিলতে পারে ১৫ জুন। সেদিন মেসির আঙিনা ক্লেরিভার লভারহিলের সেন্ট্রাল ব্রোওয়ার্ড সেন্টার মাঠে কানাডার বিপক্ষে খেলতে নামবে বিরাট কোহলি ভারত। সেই ম্যাচে



একটি হাস্যকর বলেও মনে হতে পারে। প্রচারবা বা পৃষ্ঠপোষকদের খুশি করার দায় বা চাপ না থাকলে কোহলিকে দেখার জন্য মেসির মাঠে আসার দৃশ্যও হতে পারে আকাশকুসুম কোনো কল্পনা। হ্যাঁ, বাস্তবতা এমনই। রবীন্দ্রনাথ যেমনটা বলেছিলেন, “সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।” হ্যাঁ, কঠিন হলেও এ সত্যকে মেনে নিতে হবে। প্রথমত, ক্রিকেট ফুটবলের মতো বৈশ্বিক কোনো খেলা নয়। এমনকি ফুটবলের ২১০ নম্বর র‍্যাংকিংয়ের বিপরীতে ক্রিকেটের র‍্যাংকিং খেমে যায় ২০-এ গিয়ে। এই দুই খেলার মধ্যে তুলনাটাই ভুল। মন্ত বড় এক ফাঁকি। তা ছাড়া ফুটবলের বিস্তারের ফিফার যে উদ্যোগ, তার বিপরীতে ক্রিকেটের বিস্তার নিয়ে আইসিসি বা সংশ্লিষ্টদের তৎপরতা নেই বললেই চলে। উল্টো, এই ২০ দেশের মধ্যে কয়েক খ্রি বা বিগ পোর ফর্মুলা বের করে খেলাটিকে আরও বেশি সংকুচিত করে রাখার চেষ্টাই যেন প্রতিনিয়ত করা হচ্ছে। এমনকি র‍্যাংকিংয়ে ২০ দলের নাম থাকলেও শেষ পর্যন্ত লড়াইটা হয় সেই ৭-৮ দলের মধ্যেই। যেখানে ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত দলগুলো কেবলই ‘দুঃখভাত’। এবারের বিশ্বকাপও অনেকগুলো



কোপা আমেরিকার বাস্তবতা তো আছেই। সব মিলিয়ে কোহলির ম্যাচে মেসিকে গ্যালারিতে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এরপরও কল্পনার স্রোতে ভেসে মেসিকে কেউ ক্লেরিভার ব্রোওয়ার্ড সেন্ট্রালে দেখার কথা ভাবলেও ভেবে নিতে পারেন। গত নভেম্বরে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল দেখতে ইস্টার্ন মায়ামির মালিক ও ইংলিশ কিংবদন্তি বিবেচনায় নিলে দূত হিসেবেও মেসির ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে আসার সম্ভাবনা শুনাই বলা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে উদ্বোধিত ইন্ডিজিগাল আয়োজিত বিশ্বকাপে ক্লেরিভায় ম্যাচ হবে সব মিলিয়ে তিনটি। যেখানে আগামীকাল প্রথম ম্যাচটি খেলবে শ্রীলঙ্কা ও নেপাল। এরপর ১৫ জুন ভারত মুম্বাইয়ে হবে কানাডা। আর এক দিন পর একই মাঠে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড। ক্লেরিভার বাইরে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের অন্য শহরেও খেলা হবে বিশ্বকাপের ম্যাচ। নিজের বাস্তবতার ফাঁকে কোনো ছুতোয় মেসির সেই ম্যাচ



সঙ্গে এমন তুলনায় বাবর-কোহলি সমর্থকদের মন খারাপ হতে পারে, কেউ কেউ নিশ্চয় মনঃক্ষুণ্ণও হবেন। সত্যি কথা হচ্ছে, আকাশের সব নক্ষত্রের আভা কখনো একই রকম হয় না। রাতের আকাশে জলজল করতে থাকা লুন্ধক এবং নামহীন অন্য কোনো তারা এক নয়। এমনকি ফুটবলেও সব তারকা একই মাপের নন। একজন মেসি কিংবা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো তুলনা কেবল তরাই। পাশাপাশি এমন একটি দেশের কথা এখানে বলা হচ্ছে, যেখানে ফুটবলকে জনপ্রিয় করতে রীতিমতো মেসিকে নিয়ে আসতে হয়েছে। এমন দেশে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা তো আরও দূরের বাতায়র। তবু ক্রিকেটের বিশ্বায়ন ঘটতেই বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া। মেসির উপস্থিতি ফুটবলে যে বিপ্লব নিয়ে এসেছে, বিদ্যমান বাস্তবতায় ক্রিকেটে হয়তো সেটা এখনই সম্ভব নয়। কিন্তু ক্রিকেট বিশ্বকাপ কিংবা কোহলি-বাবর-সাকিবদের উপস্থিতি খেলাটিকে নিয়ে সাধারণের আগ্রহের পরিধিকে আরেকটু বিস্তৃত তো করতেই পারে। পাশাপাশি এমন একটি উপলক্ষে মেসির উপস্থিতি খেলাটির জনপ্রিয়তাকে একলাফে বাড়িয়ে দিতে পারে কোহলি।

ক্রিকেটের বাইরে পা রাখলেন শুভমন গিল

নিউ ইয়র্ক, ১২ জুন: বিশ্বকাপ টিমে সুযোগ মেলেনি। কিন্তু ‘সুযোগ’ কী ভাবে কাজে লাগতে হয়, তা খুব ভালো করে জানেন। বাইশ গজে না থাকলেও নিজেকে ব্যবসার দুনিয়ায় ক্রমশ ছড়াচ্ছেন। অবশ্য কোনও ক্রিকেটারের ব্যবসায়িক দুনিয়ায় পা বাড়ানো নতুন নয়। বিরাট কোহলিই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদাহরণ। স্ট্রী অনুষ্ঠান শর্মাকে নিয়ে ইন্সটাগ্রাম সংস্থা খুলেছেন। যা ইতিমধ্যেই লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিং যদি ভারতে পারেন, প্রিন্স ভারতেন না কেন? বিরাট কোহলির পথেই হাঁটতে শুরু করলেন ভারতীয় ক্রিকেটের রাজপুত্র শুভমন গিল। বিশ্বকাপের

নতুন দিকে হাঁটতে চলেছেন, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অলাখ ও সাকুর সঙ্গে শুভমনের ছবি সংস্থার তরফে ইন্সটাগ্রামে সদ্য পোস্ট করা হয়েছে। এই ভিসাস ভেঙের কী? আমেরিকার এই সংস্থা মূলত বিভিন্ন স্টার্টআপ ইনভেস্ট করে। টেকনোলজি, হেলথকেয়ার, কমিউনিটি গুডস কেন্দ্রীয় ব্যবসাতেই তাদের বিনিয়োগ বেশি। ভিসাসের হাত ধরেই আগামী দিনে এই সব নতুন স্টার্টআপ ব্যবসায়িক দুনিয়ায় বড় নাম হয়ে উঠবে। শুভমনের মতো তরুণ ক্রিকেটার এতে বিনিয়োগ করছেন মানে তিনিও ক্রিকেটের পাশাপাশি নিজেকে অন্য ভাবে এগিয়ে নিয়ে



মূল দলে নেই শুভমন। তবে ফ্লোয়াডে রয়েছেন। স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রয়েছে টিমে। কিন্তু শুভমন মার্কিনমূলকে থাকার সুযোগটি কু হারাচ্ছেন না। সম্প্রতি আমেরিকার ভেঙের ক্যাপিটল হার্ম ভিসাস ভেঙের ইনভেস্ট করেছেন তিনি। এর মধ্যে দিয়ে যে শুভমন এক

যেতে চান। শুভমন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ টিমে সুযোগ না পেলেও তার ক্রিকেট ডব্বিবাং নিয়ে প্রশ্ন নেই। তিনিই আগামী দিনে ভারতীয় ক্রিকেটের তারকা। বিজ্ঞাপনী দুনিয়াতেও বেশ জনপ্রিয় মুখ। সেই কারণেই নিজেকে অন্য ভাবে তৈরিতে ও মেলে ধরতে চাইছেন শুভমন গিল।

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সুপার এইটে বিশ্বংসী অস্ট্রেলিয়া

নিউ ইয়র্ক, ১২ জুন: এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সুপার এইটে উঠে পড়ল অস্ট্রেলিয়া। গ্রুপ গিগের প্রথম দুটো ম্যাচে প্রাধান্য নিয়েই জিতেছেন মিশেল মার্শ, ডেভিড ওয়ার্নার। নামিবিয়ার বিরুদ্ধেও বিশ্বংসী পারফরম্যান্স অস্ট্রেলিয়ায়। মাত্র ৭২ রানে শেষ হয়ে যায় নামিবিয়া। জ্বাবে ৫.৪ ওভারেই জয়ের রান তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া। এই জয়ের ফলে শেষ আট তুলে দিল মার্শের। গ্রুপ বির যা হাল, তাতে ইংল্যান্ডের পক্ষে সুপার এইটে পা রাখা বেশ কঠিন কাজ। যদিও তাদের হাতে দুটো ম্যাচ রয়েছে। কিন্তু নেট রান রেটের হাল বেশ খারাপ। একই রকম ভাবে অন্য দুটো গ্রুপ থেকে নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার পরের পরে যাওয়া আশা অনেকটাই কমছে। অস্ট্রেলিয়া অবশ্য নামিবিয়ার বিরুদ্ধে শুরু থেকে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে নেমেছিল। বোঝাই যাচ্ছিল, এই ম্যাচ থেকেই সুপার এইটের টিকিট কনফার্ম করে নিতে চাইছেন মার্শরা। ১৭ ওভারে ৭২ রানে টিম শেষ হয়ে যাওয়ার পর একমাত্র গেরহেই এয়াসমাস সর্বোচ্চ ৩৬ রান করেছেন। নামিবিয়াকে ভেঙেছেন অ্যাডাম জাম্পা। ৪ ওভারে ১২ রান দিয়েছেন ৪ উইকেট। দুটো করে উইকেট জস হ্যাঞ্জেলউড ও মার্কাস স্টেইনিসের। প্যাট কাম্পল, নাথান এলিস বাকি দুটি উইকেট নিয়েছেন। রান তোলায় ফেরে কখনও চাপ তৈরি হয়নি। ওয়ার্নার ৮ বলে ২০ করে ফেরেন। ট্রাভিস হেড ১৭ বলে ৬৪ করে নট আউট থেকে যান। মার্শ ৯ বলে ১৮ করে ম্যাচ শেষ করেন। ম্যাচের সেবা জাম্পা বলেছেন, “জয়ের পাশাপাশি সুপার

রোনাল্ডোর চেয়ে গোলে পিছিয়ে ইউরোর ১৬টি দল

আভেইরো, ১২ জুন: দেশের মাটিতে এটিই কি ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ? সম্ভবই তা বলে দেবে। তবে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের ইঙ্গিত এমনই। আভেইরোয় গতকাল রাতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ইউরোর প্রস্তুতি ম্যাচ ৩-০ গোলে জিতেছে

বিরাটদের আমেরিকায় নিতে হল জিমের মেশ্বারশিপ, কিন্তু কেন?



নিউ ইয়র্ক, ১২ জুন: মার্কিন মূলকে রেহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় ক্রিকেট টিম চলতি টি-২০ বিশ্বকাপে জোড়া জয় পেয়েছে। প্রথমে আয়ারল্যান্ড, তারপর পাকিস্তানকে হারিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। আজ, বুধবার আমেরিকার বিরুদ্ধে নামার মাঝেই ভারতীয় টিমের ক্রিকেটাররা অসন্তুষ্ট। তার আসল কারণ কী? আসলে টিম হোটেলের জিম পছন্দ হচ্ছে না ভারতীয় ক্রিকেটারদের। একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী, বিরাট-রোহিতদের তাদের টিম হোটেলের জিম পছন্দ হচ্ছে না। তাই তাদের মার্কিন মূলকে নিতে হয়েছে অন্য জিমের মেশ্বারশিপ। একটি সংবাদ মাধ্যমের এক সূত্রের ধর অনুযায়ী, “ভারতীয় টিমের ক্রিকেটাররা হোটেলের জিম ব্যবহার করছে না। এবং তাঁরা হোটেলের

কাছাকাছি একটি জিমে মেশ্বারশিপ নিয়েছেন। এবং সকলেই সেই জিম ব্যবহার করছেন। একটা অত্যন্ত জনপ্রিয় জিমের মেশ্বারশিপ নিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। এই প্রথম মার্কিন মূলকে সমস্যা পড়লেন না ভারতীয় ক্রিকেটাররা। এর আগে ভারতীয় ক্রিকেট টিমের অনুশীলন মাঠ নিয়ে সমস্যার কথা জানা গিয়েছিল। ক্যান্ডিয়াগ পার্কে অনুশীলন করে সন্তুষ্টও হয়নি মেন ইন ব্লু। বার বার শোনা গিয়েছিল, সব কিছুই যেন যেমন করে হোক উত্তরে দেওয়া যাক গোছের ব্যবস্থা করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। অবশ্য ভারতীয় ক্রিকেট টিম এবং টিম ম্যানোজমেন্টের অন্য কেউ এই টিম হোটেলের জায়গায় আলাদা জিমে মেশ্বারশিপ নেওয়া নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।



চলছে, শুক্রবার থেকে জার্মানিতে শুরু হতে যাওয়া ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ (ইউরো) শেষেই আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টানতে পারেন রোনাল্ডো। এমনকি পেশাদার ফুটবল ছাড়ার সম্ভাবনাও আছে। তবে তাঁর জাতীয় দলের সতীর্থ রকনে নেভেস মনে করেন, রোনাল্ডোর জাতীয় দলকে দেওয়ার মতো এখনো অনেক কিছুই অবশিষ্ট আছে। নেভেস বলেন, “তার সঙ্গে খেলার অনুভূতি ভায়ায় প্রকাশ করতে পারব না। আজও (গতকাল) দুটি গোল করল, ইউরোর প্রস্তুতি সে ভালোভাবেই শেষ করল। আমরা সবাই জানি, জাতীয় দলের জন্য সে নিজের ২০০ শতাংশ নিঃসৃত দেয়। আমরা আশা করছি, সে আরও গোল করবে।” ইউরোয় ‘এফ’ গ্রুপে পর্তুগালের প্রতিপক্ষ তুরস্ক, জর্জিয়া ও চেক প্রজাতন্ত্র। ১৮ জুন লাইপজিগে চেক প্রজাতন্ত্রের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ইউরো অভিযান শুরু করবে ২০১৬ সালে শিরোপাজয়ী পর্তুগাল।

প্রকাশিত

সুচিকিংসা

২৬ বর্ষ • সপ্তম সংখ্যা • ১ জুন ২০২৪

পেটের অসুখ

- ডায়াবেটিসে বৃদ্ধি পেতে পারে হার্ট ডিজিজের প্রবণতা
- উচ্চ রক্তচাপ-ই হৃদরোগের অন্যতম কারণ
- হার্ট আটাক
- সমাধান যখন অ্যাজিওপ্ল্যাস্ট
- পার্শ্বিয়াল নি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট
- রোবোটিক্স অক্সোলজি
- ডায়ারিয়া গরম শেষে
- গরমে বর্ষায় জলবাহিত অসুখ
- পেটের অসুখ

সুচিকিংসা
এখন অনলাইনে পড়তে
পাশের কোডটি স্ক্যান করুন